

আকির কবি



জ্ঞানের আলো

২২ চৈত্র ১৪২৩ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৭ইং

পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা



“হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারীর আদর্শ উর্ধে তুলিয়া ধরিলে বিশ্ববাসীর
চোখ চটুগ্রাম মাইজভাগার দরবার শরীফের দিকে ঘুরিয়া যাইবে।”

— সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্রা হযরত
মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগারী (কঃ)।



ডাঙ্গের আলো

২২ চৈত্র ১৪২৩ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৭ইং

পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা



“হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শ উর্ধ্ব তুলিয়া ধরিলে বিশ্ববাসীর
চোখ চট্‌গ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের দিকে ঘুরিয়া যাইবে।”

— সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোকরা হযরত
মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।



জ্ঞানের আলো

২২ চৈত্র ১৪২৩ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৭ ইংরেজী
পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহু ছুফী

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সম্পাদক

নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

সম্পাদনা পরিষদ

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী
শেখ মুহাম্মদ আলমগীর
মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

সার্বিক সহযোগিতায়

আলহাজ্ব মওলানা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী
মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনজুর
মওলানা মুহাম্মদ আলী আছগর
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
হুমায়ুন কবির চৌধুরী
সৈয়দ রুহুল কুদ্দুস আকবরী
শেখ শাকিল মাহমুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আবদুল মতিন
মোবাইল : ০১৭১১৮১৭২৭৪

প্রকাশের স্থান

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১৮১৭২৭৪, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

E-mail : prokashoni@maizbhandarsharif.com

Website : maizbhandarsharif.com

শুভেচ্ছা মূল্য : দশ টাকা মাত্র



সূচীপত্র

- | | | |
|---|---|----|
| ○ সম্পাদকীয় | | ০৪ |
| ○ কুরআনের আলো | আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী | ০৫ |
| ○ হাদিসের আলো | আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী | ০৯ |
| ○ শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসালে সাওয়াব এবং উরস উদ্‌যাপন | আলহাজ্ব মওলানা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ | ১১ |
| ○ বিদ'আত : একটি পর্যালোচনা | আলহাজ্ব মওলানা মুফতি মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী | ১৯ |
| ○ সঠিক শাজরা ও সিলসিলা; আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতির সোপান | মওলানা মুহাম্মদ আলী আছগর | ২৮ |
| ○ ক্বোরআন ও হাদিসের আলোকে আল্লাহর প্রিয়জনদের স্মরণ | মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল আযহারী | ৩৪ |
| ○ মাইজভাগারী ত্বরীকতের প্রভাবে ছুফীয়ায়ে কেরাম- আউলিয়াগণ মহামর্যাদার আসনে সমাসীন | এম. এম. আবু সাঈদ | ৩৯ |
| ○ দীদারে এলাহী লাভে | আবদুল মতিন | ৪৪ |
| ○ সংগঠন সংবাদ | | ৪৮ |
| ○ শোক সংবাদ | | ৫৪ |



বিহ্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

“সম্পাদকীয়”

বিশ্ব মানবতার কল্যাণে খোদা প্রদত্ত ঐশী প্রেমের ভাণ্ডার মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। সৃষ্টি জগতে পরম করুণাময় খোদা তা'লার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন মহান “ফজিলতে রাব্বানী” হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবা এঁর প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মানতা বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে নব জীবন দান করিয়া মানব জাতিকে সুপথগামী করিয়াছিলেন। এ ধরার বুকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)র করুণা লাভে অসংখ্য অলি আল্লাহ বিকাশ লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহার প্রীতিভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত, কুতুবুল আক্ তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর শরাফতের কারণে স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে ২২শে চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে।

তাঁহার মকামে বেলায়তের পরিচয় দিতে গিয়ে ইমামে আহলে ছুন্নত হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) ছাহেব দিওয়ানে আজিজ কিতাবে লিখিয়াছেন, (তাঁহার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হইল) “বাবাজান কেবলা খ্যাতিলায়ে প্রচার সর্বস্থানে, তিনি শাহ্ আহমদ উল্লাহর বাগানের ফুল নিঃসন্দেহে। জগতবাসীর ঘরে ঘরে সেই ফুলের দ্বাণ ভ্রমিল, আশেকানদের সিজদার স্থান মাইজভাণ্ডার শরীফ হইল। শেষ জমানার ছানী ইউছুপ নিঃসন্দেহে তিনি, খোদার নূরের জলওয়া জান নিঃসন্দেহে তিনি। ফানাফিল্লাহ বাকাবিলাহর স্তরে যখন পৌঁছিলেন, চুপের মোহর তাঁহার মুখে তখন তিনি খশিলেন। শেরে বাংলা নাম নাজেম জান সকলে, অলিগণের অমান্যকারী নিঃসন্দেহে ধবংস হবে।”

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোকরা অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর পরিভাষায় : “গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শ উর্ধে তুলিয়া ধরিলে বিশ্ববাসীর চোখ চট্‌গ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের দিকে ঘুরিয়া যাইবে।” তাঁহার এই মহান প্রেরণার সফল বাস্তবায়ন করার লক্ষে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় নিয়োজিত তাঁহার একমাত্র মনোনীত গদী শরীফের স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত, রুহী ওয়ারেছ আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ছিলিলা, শজরা, তরিকত, উছুল-নীতি, গাউছে পাকের শান-আজমত, আদর্শ বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসার করার জন্য সময়োচিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তরিকতী জ্ঞান অর্জনের সহায়ক রূপে “জ্ঞানের আলো” নামক ম্যাগাজিন এর প্রকাশ অন্যতম।

ঐশী ক্ষমতার অধিকারী আক্বা মওলা রহমতে দো আলম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর মুকুটধারী বাদশা, বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ও গাউছুল আজম বিল বেরাছত, কুতুবুল আক্ তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর ভক্তি মহব্বতকে সামনে রাখিয়া বিভিন্ন স্তরের লেখকগণ অনেক লেখা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তাহাদের স্বগ্রহ চিন্তা ভাবনাকে স্বাগত জানাইতেছি। আমরা সব প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় পত্রস্থ করিতে পারি নাই বলিয়া আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অদূর ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। আমাদের এই পবিত্র প্রয়াসের সাথে একাত্মতা, আন্তরিকতা ও মহানুভবতায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে যাহারা বিজ্ঞাপন দিয়া এবং আরো বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের নিকট ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই আধ্যাত্মিক প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। পরিশেষে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে এই প্রার্থনা, যেন আমাদের সকলের উপর তাঁহার পেয়ারা হাবিব হরকারে দো-আলম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর করুণাবারী এবং হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ও কুতুবুল আক্ তাব গাউছুল আজম বিল বেরাছত হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর ফয়জ বরকত সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণভাবে বর্ষিত হয়। আমিন।



কুরআনের আলো

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী
অধ্যক্ষ : কাদেরীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (১) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (২) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (৩) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (৪) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (৫) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (৬) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (৭) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مِثْلَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا (৮) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا (৯)

তরজমা : (আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন) (হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি বলুন : আমার প্রতি ওহী নাযীল করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জিন আমার পাঠ করা (কুরআন) কান লাগিয়ে শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে: আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা সৎপথ প্রদর্শন করে। অতঃপর আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি। আমরা কখনো কাউকে আমাদের পালনকর্তার সাথে শরীক করবো না এবং (আরো বিশ্বাস করি যে) আমাদের প্রতিপালকের মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে; না তিনি পত্নী গ্রহণ করেছেন এবং না কোন সন্তান। এবং এ যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধ লোকেই মহান আল্লাহ সম্পর্কে সীমালংঘন করে কথা বলতো। অথচ অবশ্যই আমরা ধারণা করতাম যে, কখনো মানুষ ও জিনদের মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না এবং এ যে, মানুষের মধ্যে কিছু পুরুষ জিনদের কিছু পুরুষের আশ্রয় নিতো, অতঃপর এর ফলে তাদের অহংকার আরো বৃদ্ধি পেলো। এবং তারা ধারণা করলো, যেমনি তোমাদের ধারণা রয়েছে যে, আল্লাহ কখনো কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না। এবং এ যে, অবশ্য আমরা আকাশ স্পর্শ করেছি। অতঃপর সেটাকে (এমতাবস্থায়) পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরা ও উচ্চাপিণ্ডে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এবং এ যে, আমরাও পূর্বে আসমানে (সংবাদ) শ্রবণের লক্ষ্যে কিছু কিছু স্থানে (ঘাঁটিত) বসতাম, অতঃপর এখন যে কেউ শুনতে চায়, সে আপন তাকের মধ্যে উচ্চাপিণ্ড পায়। (সূরাহ আল জ্বীন, ১-৯ নং আয়াত)

আনুষঙ্গিক আলোচনা :

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ওহে রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি মক্কাবাসীসহ বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিন যে, জিন সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক পবিত্র কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শ্রবণ করত: হেদায়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঈমান আনায়ন করেছে। এবং সূরার প্রারম্ভিক আয়াত সমূহে উল্লেখিত মহান আল্লাহ ও কুরআনের বিস্ময়কর সত্যতা, যথার্থতা ও হক্কানিয়তের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। উল্লেখ থাকে যে, পবিত্র মক্কা মুকাররামা ও তায়েফের মধ্যবর্তী “নাখলাহ” নামক স্থানে ফজরের নামাজে আল্লাহ রাসূলের পবিত্রতম যবানে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শ্রবণে ঈমান আনায়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এরা না সরাসরি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করেছে, না রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র যবানে আকদাস হতে প্রত্যক্ষভাবে ঈমানের দাওয়াতসহ অমূল্য নছিহত বানী শুনেছে। বরং শুধু হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়াসাল্লামকে দেখেছে আর কুরআনের তেলাওয়াত শ্রবণের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এতেই তাঁরা প্রকৃত মুমিন, আরিফ ও সাহাবীয়ে রাসূলের মর্যাদা অর্জন করেছেন। (সুবহানাল্লাহ)

অহীর মারফতে বিশ্ববাসীর জন্য এ বিষয়টি প্রকাশ করার তাৎপর্য হলো আল্লাহর সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরহক নবী, কুরআনে হাকীম বরহক ঐশী মহান গ্রন্থ এবং ইসলাম একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত পছন্দনীয় ও মনোনীত পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এতে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে অদৃশ্য জীন জাতিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান এনেছে। আর দৃশ্যমান মানব বারংবার এই নবীর দর্শন ও সাক্ষাত লাভ করে আর এই নবীর মহিমামণ্ডিত জবান থেকে ঈমান আনায়নের দাওয়াত পেয়ে ও অসংখ্য মু'জিজা প্রত্যক্ষ করেও রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঈমান আনায়ন করছে না। এটা সত্যিই আফসোস, আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয়। নাউজুবিল্লাহ! মানব সমাজে মানবাকৃতি ধারণ করে এ নবীর আবির্ভাব ঘটলেও তিনি জিন জাতির জন্যও প্রেরিত নবী। তাদের উপরও এ নবীর প্রতি ঈমান-আক্বিদা পোষন করা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়টিও উদ্ধৃত আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রতিভাত হয়। মূলতঃ রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম, আহমদে মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব-দানব-ফেরেশতা, জীব-জড়, দৃশ্য-অদৃশ্য, ক্ষুদ-বৃহৎ নির্বিশেষে বিশ্বসৃষ্টির জন্য প্রেরিত রাসূল। রাক্বুল আ'লামিনের পক্ষ থেকে রহমাতুল্লিল আ'লামিন। রহমতের ভাণ্ডার, কৃপা করুণার আধার, নিরাশের আশা, হতাশের ভরসা, অসহায়ের সহায়, আশ্রয়হীনের আশ্রয় হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সূরা নাযিল হবার প্রেক্ষাপট : সিহাহ সিত্তার অন্যতম প্রধান হাদীস শাস্ত্রের মহাগ্রন্থ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিজী ইত্যাদির বর্ণনায় সাইয়েদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এ সময় জিনরা পরস্পর পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শুনার ব্যাপারে উল্কাপিণ্ডের দ্বারা বাধাদানের ব্যাপারটি কোন আকস্মিক মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করলো যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিনদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখোজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেযাজে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন “নাখলা” নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ছিলেন।

জিনদের এই প্রতিনিধিদল নামাজে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণে পরস্পরে বলতে লাগলো শপথ করে; এই কুরআনই আমাদের ও আকাশের খবরাদীর মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করলো এবং বললো : **إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا** মহান আল্লাহ এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেছেন।

আরেক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে হযরত আবু তালেবের ইস্তিকালের পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীদের নিকট দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা শোনার পরিবর্তে তাঁর উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিল। ফলে নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি “নাখলা” নামক স্থানে অবস্থান করে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ শুরু করেন। ইয়েমেনের “নছিবাইন” শহরের জিনদের একটি প্রতিনিধিদলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কুরআন তেলাওয়াত শুনল এবং শুনে ঈমান আনায়ন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াত সমূহে মহান আল্লাহ তাই বর্ণনা করেছেন- (তাফসীরে মাযহারী শরীফ)



وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا

উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাচ্ছেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন- আরবি অভিধানে سماء শব্দটি যেমন আকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক সুবিধিত ।

আলোচ্য আয়াতে سماء শব্দটি বাহ্যত মেঘমালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

জিন ও শয়তানেরা আকাশের সংবাদ শুনার জন্য আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া । এর প্রমাণ সহীহ বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা ছিদ্দিকা রাঈয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ- উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা ছিদ্দিকা রাঈয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি ফেরেশতারা ইনান অর্থাৎ মেঘমালায় অবতরণ করে সেখানে মহান আল্লাহর জারিকৃত সিদ্ধান্ত সমূহ পরস্পরে আলোচনা করে । শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রীয়বাদীদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয় । (তাকফীয়ে মায়হারী)

সহীহ বুখারী শরীফে সায়েদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাঈয়াল্লাহু আনহু এবং সহীহ মুসলিম শরীফে সায়েদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহুমা রেওয়য়াত থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে । মহান আল্লাহ যখন আকাশে কোন হুকুম জারী করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয় । এরপর শয়তানেরা সেই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীন্দ্রীয়দের কাছে পৌঁছে দেয় । উল্লেখ্য থাকে যে, এই বিষয়বস্তু মা আয়েশা ছিদ্দিকা রাঈয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী নয় । কেননা, এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌঁছে খবর চুরি করে ।

বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে । এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে । পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে । (তাকফীয়ে মায়হারী শরীফ)

সার বক্তব্য হলো- রাসূলে কারীম, রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আকাশের খবর চুরি করা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল । শয়তানরা নির্বিঘ্নে মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত । কিন্তু রাসূলে খোদা আশরাফে আশ্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়ত প্রকাশের সময় কাল হতে অহীর হেফাযতের উদ্দেশ্যে সংবাদ চুরির সুযোগ বন্ধ করা হল এবং কোন শয়তান সংবাদ চুরির নিয়তে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জলন্ত উষ্ণাপিত্ত নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো । চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে, কারণ অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর কোনে কোনে অনুসন্ধানকারীদল প্রেরণ করেছিল- অতঃপর “নাখলা” নামক স্থানে একদল জিন রাসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কুরআনের তেলাওয়াত শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল- যা সূরার শানে নযুল বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে ।

উল্লেখ্য যে, জলন্ত উষ্ণাপিত্ত পূর্বেও ছিল, কিন্তু শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হতো না । একমাত্র নবী রহমাতুল্লিল আলামিন'র এই ধরাধামে শুভাগমনের পর তাঁরই নবুয়তের সময়কাল থেকে এই উষ্ণাপিত্ত শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে । পবিত্র মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসংখ্য বরকত-ফজিলতের মধ্যে এটিও অন্যতম ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আলীশ্বান দরবারে একান্ত ফরিয়াদ তিনি যেন সকলকে উপরোক্ত দরসে কুরআনের উপর আমল করার সৌভাগ্য নসীব করেন । আমিন ।



“মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমারই মদিরা পাত্র
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।”

- খাদেমুল ফোকরা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, দরজা-এ-অছীয়ে গাউছুল আজম,
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
(মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং
নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব

সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব ঐর সম্পাদনায়
মহান ২২ চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত
“জ্ঞানের আলো”র সফলতা কামনায় নিবেদিত-



আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ঐর তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ

৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।



হাদিসের আলো

আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী
প্রধান মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجُمُوحِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّينِ ثُمَّ السَّلَمِيِّينَ كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ مِنْ قَبْرِهِمَا وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ وَكَانَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَهُمَا مِمَّنْ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا كَانَهُمَا مَاتَا بِالْأُمْسِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوُضِعَ يَدُهُ عَلَى جُرْحِهِ فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَأَمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ وَكَانَ بَيْنَ أَحَدٍ وَبَيْنَ يَوْمٍ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتُّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً. (صفحه ১৭৭)

অনুবাদ : হযরত ইমাম মালেক (রঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদির রহমান ইবনে সা'সাআ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে- তার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, দুজন সালামী গোত্রের আনসার সাহাবী যথাক্রমে হযরত আমর ইবনে জাম্বুহ ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ) এর কবর শরীফ পানির ঢলে মাটি সরে গিয়ে খুলে গিয়েছিল। তাঁদের কবর শরীফ ছিল খালের পাশেই আর উভয়েই একই কবরে সমাধিস্থ ছিলেন। তাঁরা উভয়ে ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তখন উভয়কে কবর শরীফ থেকে বের করে আনা হলো ঐ স্থান থেকে অন্যত্র দাফন করার উদ্দেশ্যে। তখন উভয়কে অপরিবর্তিত পাওয়া গেল। যেন উভয় গতকাল ইন্তেকাল করেছেন। তাঁদের একজন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি আঘাত স্থানে তাঁর হাত মোবারক রেখেছিলেন অর্থাৎ নিজ হাতে চেপে ধরেছিলেন। ঐ অবস্থায় দাফন করা হয়েছিল। কবর শরীফ থেকে বের করার পর আঘাতের স্থান থেকে তাঁর হাত মোবারক সরিয়ে দেয়া হল। সরিয়ে দেয়ার পর পর তাঁর হাত মোবারক পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। অর্থাৎ আবার আঘাত স্থান চেপে ধরল। ওহুদ যুদ্ধ ও তাঁদেরকে কবর থেকে বের করার মধ্যবর্তী সময় হল ৪৬ বৎসর। (মুয়াত্তা-এ-ইমাম মালেক (রঃ) পৃঃ ১৭৭)

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আলোচ্য হাদিসটি পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াতের বাস্তব তাফসীর। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ .
অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারীদের মৃত বলিও না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারছ না। (সূরা বাকারা, ২য় পারা)

দ্বিতীয় আয়াত প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের শহীদগণকে আল্লাহ তায়ালা সামনে আনার অনুমতি



দানে ধন্য করতঃ তাঁদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন- তোমরা আমার নিকট যা ইচ্ছে চাও। তখন শহীদগণ বললেন- আমাদের বড় চাওয়া হল- আমাদের পুনরায় জীবিত করা হোক, যাতে আমরা পুনরায় শাহাদাত বরণ করতে পারি। তখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- এটা হবে না। তখন তারা আরশ করলেন- আমাদের ভাইদেরকে আমাদের সম্পর্কে কে সংবাদ পৌঁছাবে? তখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- আমি সংবাদ পৌঁছাব। তখন নিম্ন বর্ণিত আয়াত নাযিল হয়।

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون .

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ : আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণকারীকে তোমরা কখনো মৃতঃ বলে ধারণা কর না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রিযিক প্রাপ্ত।

আলোচ্য দু'টি আয়াত শরীয়তের পরিভাষায় শহীদগণের জীবন সম্পর্কে অকাট্য-দলীল। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণের কোন সুযোগ নেই। আলোচ্য হাদিসটি এ দু'টো আয়াতের বাস্তব প্রমাণ। হযরত আমর ইবনে জামুহ (রঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর আনসারী (রঃ) উভয়ে ওয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ওনাদের শাহাদাতের ছেচল্লিশ বৎসর পর পানির স্রোতে ওনাদের কবর শরীফ থেকে মাটি সরে গেলে ওনাদেরকে অন্যত্র দাফন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন ওনাদেরকে কবর শরীফ থেকে বের করে আনার পর দেখা গেল ওনাদের একজন তাঁর দেহের আঘাতের স্থান হাত দিয়া চেপে ধরা অবস্থায় আছেন। তখন উত্তোলনকারীগণ ওনার হাত মোবারক সোজা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষতস্থান থেকে হাত সরিয়ে দেয়। অতঃপর তাঁর হাত মোবারক সোজা করতঃ ছেড়ে দিলে ঐ হাতটি পুনরায় ক্ষতস্থানে ফিরে যায় এবং তা চেপে ধরে। এতো বৎসর পর এ অবস্থা তাঁদের জীবিত থাকার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। এ ধরনের বাস্তব ঘটনা ইতিহাসে আরো অনেক বিদ্যমান। বৃটিশ আমলেও এ ধরনের একটি ঘটনা বর্তমান ইরাকে সংঘটিত হয়েছিল। সেখানেও দু'জন সাহাবীকে কবর থেকে উত্তোলন করে অন্যত্র দাফন করা হয়েছিল। আর তা বিশ্বব্যাপী সংবাদ প্রচার করেই করা হয়েছিল। বিশ্বের খ্যাতমান অনেক চিকিৎসকও এ আশ্চর্যতম ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে ইরাকে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওনাদের চেহারা এতো অধিক জ্যোতির্ময় দেখা গিয়েছিল যে, ওনাদের চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। এ ধরনের ঘটনা সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশেও যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। যা পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি রামগড়ে এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। শায়খুল হাদিস হযরত আব্দুল হামিদ সাহেব (রহঃ)। তিনি চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন শায়খুল হাদিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০০৫ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে রামগড় এলাকায় বর্তমান বাসস্থানের কাছে দাফন করা হয়। ৪ঠা জুলাই ৮ ইং তারিখে ওনার কবর শরীফ খুলে গিয়ে ওনার কাফন দেখা যায়। তখন পুনরায় ভরাট করার উদ্দেশ্যে পুরো কবর খুলে ফেলা হয়। তখন দেখা যায় ওনার দেহ বহাল তবীয়তে আছে। বরং প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় তাঁর দাঁড়ি মোবারক যা সাদা হয়েছিল ঐগুলো নাকি কাল হয়ে গিয়েছে। তাঁর কবরের ভেতরে বেশ সুস্বাণ হয়ে গিয়েছে। এটা অতি সাম্প্রতিক একটি বাস্তব ঘটনা। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বাণীর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে মুসলমানদের জন্য এসব ঘটনাবলী যথেষ্ট।



শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসালে সাওয়াব এবং উরস উদ্‌যাপন

আলহাজ্ব মওলানা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা : উপমহাদেশে ইসলামী অনুষ্ঠানের মধ্যে যে অনুষ্ঠানটি মানুষকে বেশি আকৃষ্ট করে তা হল-পীর মাশায়েখের বার্ষিক উরস অনুষ্ঠান। এ নিয়ে যেমন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আগ্রহ রয়েছে তেমনি এক ফেরকার লোকের মধ্যে রয়েছে মতবিরোধ। আমরা জানি এ উপমহাদেশে ইসলাম এসেছে পীর মাশায়েখের মাধ্যমে। তাদের ভক্তিতে স্মরণ করার বার্ষিক এ আয়োজনকে উরস হিসেবে অভিহিত করা হয়। উরস শব্দটি আরবী। এটি তিরমিযী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস শরীফ থেকে চয়ন করা হয়েছে। কোন বুয়ুর্গ কামিল মুমিন ইস্তিকাল করলে ফেরেশতারা তাঁকে বলেন- ‘আপনি নতুন বরের ন্যায় শান্তির এ গৃহে ঘুমিয়ে পড়েন।’ আল্লাহর দরবারে কামিল মুমিন ইস্তিকালের দিন নতুন বর হিসেবে সমাদৃত হন। তাই এই দিনটিকে মুসলমানরা তাদের উরস হিসেবে উদ্‌যাপন করেন। মূলতঃ উরস বলে যে অনুষ্ঠান করা হয় তা হল ইসালে সাওয়াব মাহফিল। আর যদি ইসালে সাওয়াব নিয়ে কারো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে তবে উরস নিয়েও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। কারণ উভয়টি একটি আরেকটির পরিপূরক। আলোচ্য প্রবন্ধে এ নিয়ে শরয়ী বিধান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসালে সাওয়াব কী ও কেন?

ইসালে সাওয়াব বলতে আমরা বুঝি যে, কোন পুণ্য কাজের সাওয়াব অন্যের জন্য উৎসর্গ করা। সকল আলেমের ঐকমত্য উক্তি হল- এ কাজটি বৈধ ও পুণ্যময়। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম কিতাব **مراقى الفلاح** গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে-

فَلإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلوة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قرءة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح)

অর্থাৎ- ‘মানুষের জন্যে তার পুণ্যকাজের সাওয়াব অন্যের জন্য উৎসর্গ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল আলেমের মতে বৈধ। চাই, তা নামায হোক, রোযা হোক, হজ্ব হোক, সদকা হোক, কুরআন তেলাওয়াত হোক, যিকির হোক অথবা অন্যান্য পুণ্যময় ইবাদত হোক এসব উৎসর্গ করলে তা মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে এবং তা দ্বারা উপকার হয়।’

ইসলামী শরীয়তে এটি চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, একজনের পুণ্য অন্যজনের জন্য উপকারী। একজনের পুণ্যে অন্যজনের বরকত হয়। একজনের সুপারিশে অন্যজনের গোনাহ মাফ হয়। একজনের প্রচেষ্টায় অন্যজনের দরজা বুলন্দ হয়। পবিত্র কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان (الحشر-০১)



অর্থাৎ- ‘আর যারা তাদের পরে আসবে তারা বলে- আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করো এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান সহকারে অতিবাহিত হয়েছেন তাদেরও মাফ করো।’

আল্লাহ কেবল না আমাদের ক্ষমা কর বরং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান নিয়ে অতিবাহিত হয়েছেন তাদেরকেও ক্ষমা কর। এভাবে একজন মুসলমান অন্যজনের জন্য দুআ করে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

امتي امة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لاذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها (شرح الصدور- ৪২১)

অর্থাৎ- ‘আমার উম্মত রহমত প্রাপ্ত উম্মত। তারা কবরে গোনাহ নিয়ে প্রবেশ করে আর কবর থেকে বেগোনাহ হয়ে বের হয়। মুমিনদের দুআয় তাদের গোনাহ মাফ করা হয়।’

মাগফিরাতের দুআর কারণে যেভাবে গোনাহগারের গোনাহ মাফ হয় সেভাবে যারা পুণ্যবান তাদের মর্তবা বুলন্দ হয়। কুরান মাজীদে আল্লাহ তাআলা রসুল (সঃ)’র উচ্ছিয়ায় তাঁর পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের সকল গুনাহ মাফ করার ঘোষণা দিয়ে বলেন-

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر (الفتح- ২)

অর্থাৎ- ‘যাতে আল্লাহ আপনার কারণে ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের গুনাহ’।

নামাযের আযানের পর আমরা দুআ করি তুমি তাঁকে তোমার প্রতিশ্রুত বুলন্দ মাকাম দান কর। এই প্রার্থনা দ্বারা নবী করিম (সঃ)’র সাফায়াত লাভে পরকালে মুক্তির উপায় তালাশ করা হয়।

দুনিয়া ও আখিরাতে তোহফার উদল বদল :

পবিত্র কুরআন মাজীদের নিয়ম হল- তোমরা কখনো কারো অভিবাদন পেলো তাকে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ফেরত দিবে- আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَةٍ فَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا (النساء- ৬৪)

অর্থাৎ- ‘যদি তোমরা কখনো অভিবাদন পাও তবে তারচেয়ে বেশি ফেরত দিবে অথবা কমপক্ষে সমান ফেরত দিবে।’

একারণে কেউ **وَعَلَيْكُمْ السَّلَام وَرَحْمَةُ اللَّهِ** বললে উত্তরে **وَعَلَيْكُمْ السَّلَام** বলা উচিত। অর্থাৎ- কেউ যদি শান্তির বার্তা পৌছায় তুমি তাকে শান্তি ও বরকত উভয়টি প্রেরণ করো। সুতরাং আমরা যখন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য কুরআন তেলাওয়াত, সদকা খয়রাত ও নেক আমলের মাধ্যমে উচ্চ মাকামের জন্য ফরিয়াদ করব তখন তাঁরাও আমাদের জন্য তার চেয়ে বেশি দুআ দিবেন এবং আমাদের জন্য মঙ্গল কামনা করবেন।

যখন কোন বান্দা কোন অলি-আল্লাহর জন্য ইছালে ছওয়াব পেশ করেন তখন ঐ অলি-আল্লাহ আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তুমি আমার চেয়ে তাকে বেশি দান করো যা পবিত্র কুরআন মাজীদের এ

(وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَةٍ فَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا) আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

উম্মতের ক্ষমার জন্য সাফায়াত :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার একটি বড় মুজোযা হল আল্লাহ তাকে সাফায়াতে কুবরা দান করেছেন।



আর অন্যান্য নবী রাসূল ও নেককার বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালা শাফায়াতে সোংরা দান করেছেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ক্ষমার জন্য একটি বিশাল নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন।

এক হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- একদা ফেরেশতারা এসে আমাকে বলল- আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য দুটি জিনিস দিয়েছেন আপনি তা থেকে একটি গ্রহণ করবেন। একটি হল আল্লাহ আপনার উম্মতের মধ্যে অর্ধেককে ক্ষমা করবেন; দ্বিতীয়টি হল- আপনাকে আল্লাহ তায়ালা শাফায়াত দান করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের ভাষায় বললেন-

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خیرت بین الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة (مسند أحمد ۵۷/۲)

অর্থাৎ- ‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- আমাকে শাফায়াত অথবা অর্ধেক উম্মতের ক্ষমা করার যে কোন একটি গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হল। সুতরাং আমি শাফায়াত গ্রহণ করলাম।’

আর আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফায়াত এ জন্য গ্রহণ করলেন যাতে শাফায়াতের মাধ্যমে তাঁর সকল উম্মত ক্ষমা পায়।

আল্লাহ তায়ালা যতক্ষণ না তার সকল উম্মতকে মাফ করেছেন তিনি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হবেন না বলেও আল্লাহর কাছে প্রতীক্ষিত নিয়েছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

ولسوف يعطيك ربك فترضى (الضحى- ৫)

অর্থাৎ- ‘আপনার প্রভু আপনাকে দিতে থাকবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।’

হে আমার প্রিয় হাবীব জান্নাত দুখ তৈরীতে আমার কোন ফায়দা নেই। কেউ ইবাদত করল কী করল না এতে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি এক, অদ্বিতীয়, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। দুনিয়া আখিরাতের এ পথ কেবল তোমার জন্য সৃষ্টি করা।

যদি তুমি শাফায়াত কর। তোমার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে। যতক্ষণ তোমার শাফায়াতের হাত উঠানো থাকবে ততক্ষণ আমি ক্ষমা করতে থাকব।

কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কখন সন্তুষ্ট হবেন। উত্তরে তিনি বললেন- যতক্ষণ আমার শেষ উম্মতকে ক্ষমা করাতে পারব না ততক্ষণ আমি সন্তুষ্ট হব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

فاعول يا رب ائذن لي فيمن قال لا اله الا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا اخرج منها من قال لا اله الا الله . (صحيح البخارى)

অর্থাৎ- ‘আল্লাহ আমার উম্মতে যে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে তাকে শাফায়াত করার অনুমতি দাও। তখন আল্লাহ বলবেন- আমার সম্মানের শপথ আমি যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে তাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে বের করে দিব।



শাফায়েতে সোংরা :

আল্লাহ তায়ালা শাফায়াতের কুবরার সাথে শাফায়েতে সোংরাও দান করেছেন। আর এটি আল্লাহ তায়ালা সকল পুণ্যবান ব্যক্তির জন্য। এমন কি পরবর্তীতে কুরআনও তার তেলাওয়াতকারীর জন্য রোযা রোযাদারের জন্য হাজারে আসওয়াদ তাকে চুখনকারীর জন্য শাফায়াত করবে। মাসুম বাচ্চাকেও কিয়ামত দিবসে তার পিতা মাতার জন্য শাফায়াতকারী করা হবে। আমরা যখন নাবালেগ সন্তানের নামাজে জানাযা পড়ি তখন বলি- **اللهم اجعله لنا شافعاً ومشفعاً**

অর্থাৎ- ‘আল্লাহ আমার এ ছোট সন্তানকে আমার জন্য শাফায়াতকারী করো।’

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শাফায়াতের ছাদর দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন কোন শাফায়াত কাজে আসবে না তখন আমি তোমাদের শাফায়াত করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- আমার উম্মতের পুণ্যবান ব্যক্তিদের সত্তর হাজার বেহিসাব জান্নাতে যাবে। আর তারা সত্তর ব্যক্তির বেশি নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে শাফায়াত করবেন।

عن محمد بن زياد قال سمعت أبا امامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من امتي سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل الف سبعون الفا (جامع الترمذی)

অর্থাৎ- ‘হযরত মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি হযরত আবু উমামা (রঃ) কে বলতে শুনেছি- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহ আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার ব্যক্তি বেহিসাব জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার প্রত্যেক এক হাজার তাদের মুহিব্বিনের মধ্যে সত্তর হাজারের জন্য শাফায়াত করবে।’

এছাড়া পবিত্র কুরআন মাজীদে শহীদদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘তোমরা তাদেরকে মৃত ধারণা করো না।’ যে ব্যক্তি তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ দিয়েছে তিনি কেবল শহীদ তা নয়; বরং যারা অহর্নিশ আল্লাহর কাছে নিজের জীবন সোপর্দ করে আছে তাঁরা আরো বড় শহীদ। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন- **مرحبا بكم قدمتم من الجهاد الا صغر إلى الجهاد الأكبر (احياء علوم الدين)**

অর্থাৎ- ‘স্বাগতম তোমাদেরকে! তোমরা ছোট যুদ্ধ থেকে বড় যুদ্ধের দিকে ফিরছ।’

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা জেহাদের ময়দানে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করে তাদের চেয়ে যারা সর্বদা নফসের সাথে জিহাদে লিপ্ত আছে তারা আরো বড় মুজাহিদ। তারাই তো সালিহ বুয়ুর্গ যারা অহর্নিশ এ নফসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। কবির ভাষায়- **کشتگان خنجر تسلیم را ☆ هر زمان از غیب جان دیگر است**

যেসব লোক ইশক মুহাব্বতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে তারা সর্বদাই নতুন জিন্দেগী লাভ করেন।

পবিত্র কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে- ‘যে সব শহীদ অতিবাহিত হয়েছেন জান্নাতে তাদের রিযিক দেয়া হয়।’ শুধু তাই নয় হাদীস শরীফে আরও বলা হয়েছে- তাদের আত্মীয়-স্বজন মুহিব্বিন মুত্তায়াল্লিকিন সকলের দৈনন্দিন আমল জান্নাতে তাদের কাছে পেশ করা হয়। যখন তারা তাদের পরবর্তীদের পুণ্য দেখেন তখন খুশি হন এবং পাপ দেখলে পেরিশান হন- হাদীস শরীফে আছে-



عن انس (رض) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض علي أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لاتمتهم حتى تهديهم كما هديتنا (مسند أحمد)

অর্থঃ- ‘হযরত আনাস (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের মরহুম আত্মীয়-স্বজনের কাছে উপস্থাপন করা হয়। যখন তারা তাতে কল্যাণ দেখেন তখন তারা খুশী হন। আর যদি কল্যাণ না দেখেন তখন তারা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন- আল্লাহ তাদেরকে আমাদের ন্যায় হিদায়াত না করে মৃত্যু দিও না।’

এভাবে পবিত্র কোরআন মাজীদে আমাদেরকে ইহসানের বদলা ইহসান দ্বারা করতে বলা হয়েছে।

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان (الرحمن - ০৬)

অর্থঃ- ‘ইহসানের বদলা ইহসানই হয়।’

যারা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য দিবানিশি কাজ করেছেন আমরা কি তাদের স্মরণে কিছুই করব না? অথচ তারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কবরে বসে আমাদের আমলনামা দেখে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের দুআ করেন।

আলমে বরযখে পুণ্যবান প্রতিবেশির কারণে ফায়দা :

পুণ্যবান ব্যক্তি কবরে প্রতিবেশি হলেও মানুষের ফায়দা হয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন কোন পুণ্যবান ব্যক্তি ইন্তিকাল করে তখন পৃথিবীর একটি অংশ দুআ করে যে, আল্লাহ আপনার পুণ্যবান ব্যক্তিকে আমার কাছে দাফন করো। আর যখন কোন কাফির ফাসিক ইন্তিকাল করে তখন পৃথিবীর একটি অংশ দুআ করে যে, আল্লাহ সে যেন আমার কাছে দাফন না হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত-

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوا موتاكم في وسط قدم صالحين فإن الميت يتأذى بجاء السوء كما يتأذى الحي بجاء السوء (ابو نعيم وابن منده)

অর্থঃ- ‘হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে নেককার বান্দার পাশে কবর দিবে। কেননা, মৃতরা খারাপ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায় যেভাবে জীবিতরা খারাপ প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পায়।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে বলেছেন- কবরে যার আযাব হবে তার কারণে আশে পাশে অনেকের পেরিশানির হবে। এজন্য চেষ্টা করো যে, তোমাদের মৃতদেরকে পুণ্যবানদের কবরে দাফন করার। কোন এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন- নেককারের পাশে দাফন করলে কি মৃত ব্যক্তির উপকার হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কেন নয়? যদি পাপীর কারণে কষ্ট হয় তবে পুণ্যবানের কারণে শান্তি হবে না কেন?



হাদীস শরীফে এসেছে—

عن عبد الله بن نافع المزني قال مات رجل بالمدينة فدفن بها فرآه رجل كأنه من اهل النار فاغتم لذلك ثم اريه بعد سابعة وثامنة كأنه ما اهل الجنة فسأله قال دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في اربعين من جيرانه فكنت منهم . (شرح الصدور)

অর্থঃ— ‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে নাফে আল মাজনি (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- মদীনায এক ব্যক্তি ইত্তিকাল করেন। এক ব্যক্তি তাকে জাহান্নামী দলে দেখে খুব পেরেশান হলেন। সাত আট দিন পর তাকে তিনি জান্নাতির দলে দেখতে পান। অতঃপর তার কাছে জানতে চাইলেন- আপনার এ পরিবর্তন কীভাবে? তিনি বললেন- আমাদের পাশে এক নেককার বান্দার দাফন হয়েছে। তিনি তার চারপাশে চল্লিশ জনের জন্য দুআ করেন। আর সে চল্লিশ জনের মধ্যে আমিও একজন।’

অন্য হাদীসে এসেছে—

عن انس (رض) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات (شرح الصدور)

অর্থঃ— ‘হযরত আনাস (রঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি কবর স্থানে গিয়ে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ কবরবাসীর আযাব মাফ করবেন এবং তাদের জন্য যত সাওয়াব হবে পাঠকারীর জন্যও তত সাওয়াব হবে।’

অন্য হাদীসে এসেছে—

عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى الله وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم سبحت وكبرت قال لقد تضايقت على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عز وجل عنه. (مسند أحمد)

অর্থঃ— ‘হযরত জাবের (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সাদ ইবনে মায়ায (রঃ)র ইত্তিকালের পর তার নামাযে জানাযা পড়ার জন্য বের হলাম। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ তাসবীহ পাঠ করলেন, অতঃপর তাকবির পাঠ করলেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউ জানতে চাইলেন- হে আল্লাহর রাসূল, এত দীর্ঘ তাসবীহ ও তাকবির কেন পাঠ করলেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- এ মহান সাহাবীর কবর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আমরা তাসবীহ ও তাকবির পাঠ করার কারণে আল্লাহ তার কবর প্রশস্ত করে দিয়েছেন।’

অন্য হাদীসে আছে—

عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاي صدقة أفضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لام سعد . (سنن أبي داؤد)



অর্থাৎ- ‘হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল, সাদের মা ইন্তেকাল করেছেন। তার জন্য কোন সাদকা বেশি উপকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- পানি। অতঃপর তিনি কূপ খনন করলেন এবং তা তার মায়ের জন্য উৎসর্গ করলেন।’

উপরের সকল সহীহ হাদীস পর্যালোচনা করলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সাদকা খায়রাত, কবর খায়রাত, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি যেরূপ মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারী তদরূপ যারা এসবের আয়োজন করেন তাদের জন্যও উপকারী।

ইসালে সাওয়াবের একটি পস্থা এরূপ যে, লোকেরা বছরের নির্দিষ্ট দিনে তাদের পীর মাশায়েখের জন্য উরস পালন করেন। এতে শরীয়তের কোন বাধা নেই। আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি ইসালে সাওয়াব করা কুরআন হাদীস সমর্থিত। স্বয়ং নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবছর উহুদ যুদ্ধে শহীদ সাহাবীদের কবরে গিয়ে তাদের জন্য দুআ করতেন।

عن محمد بن ابراهيم التيمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار قال وكان ابو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك (مصنف عبد الرزاق)

অর্থাৎ- হযরত মুহাম্মদ ইবনে আত তাইমি (রঃ) বর্ণনা করেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বছরের মাথায় উহুদ যুদ্ধে শহীদগণের কবরে আসতেন এবং বলতেন- তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করেছ। অতএব, পরকালের নিয়ামত কতইনা সুন্দর। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পর হযরত আবু বকর (রঃ) হযরত উমর (রঃ) ও হযরত উসমান (রঃ) এ আমল পালন করেছেন।

উরসের নামে অনেক লোকের সমাগম হওয়া উলামা মাশায়েখের একত্রিত হওয়া এসব সুন্নাতে রাসূল, সুন্নাতে সাহাবা। হাদীস থেকে এসবের শিক্ষা মিলে-

عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على احد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني اعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما اخاف عليكم أن تشرکوا بعدي ولكن اخاف عليكم أن تنافسوا فيها. (صحيح البخارى)

অর্থাৎ- ‘হযরত উকাবা ইবনে আমের (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বের হলেন এবং উহুদের শহীদগণের উপর দরুদ পাঠ করলেন। অতঃপর মিম্বরে চড়লেন এবং বললেন- আমি তোমাদের পূর্বে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত থাকব। আমি তোমাদের সাক্ষী হব। আল্লাহর শপথ আমি আমার হাওজে কাউসার দেখছি। আল্লাহ আমাকে পৃথিবীর সকল সম্পদের চাবি দান করেছেন। আল্লাহর শপথ আমি ভয় করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরক করবে। তবে, আমি ভয় করি যে, তোমরা দুনিয়াদার হয়ে যাবে।’

প্রথম হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে উহুদ ময়দানে যেতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন। আর পরবর্তী হাদীসে অতিরিক্ত বলা হয়েছে- সেখানে রাসূলুল্লাহ



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস করতেন, সাহাবীদের মজলিসে বক্তব্য দিতেন। কেননা, হাদীসে মিম্বারের কথা বলা হয়েছে এবং খোতবার কথা বলা হয়েছে। যদি ৮/১০ জনের জামাত হত তবে মিম্বারের প্রয়োজন ছিল না।

এসব বর্ণনা উল্লেখ করার কারণ মুসলমানদের মধ্যে যেসব রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে যা কুরআন সুন্নাহ সম্মত সে সব আমলকে অহেতুক শিরক ও বিদআত বলা প্রকৃত প্রস্তাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাদীস ও সুন্নাতকে অস্বীকার করা। তাই এসবকে শিরক বিদআত বলে উম্মতের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা অনুচিত।

বর্তমানে প্রচলিত ওরস ও পীর মাশায়াখের নামে বার্ষিক কোন অনুষ্ঠান পালন কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত। এসব অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও কান্দালী ভোজ, ইবাদত বন্দেগী যিকির আযকার হয়ে থাকে। সর্বোপরি বিজ্ঞ উলামার বায়ান তাকরীর হয়। এসব ইবাদতের মাহফিলে হাজির হলে আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত সকলের গুনাহ মাফ করেন। আর তাঁর পুণ্যবান বান্দার উসিলায় অশেষ খায়র বরকতও দান করেন।

আমরা ভূমিকাতে উল্লেখ করেছি যে, বার্ষিক এ দিনটিকে উরস নাম করণের পিছনেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার একটি হাদীস রয়েছে- (جامع الترمذی) **نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه.**

অর্থ- ‘তুমি ঘুমাও নতুন বরের ন্যায়। যাকে পরিবারের অত্যন্ত আপনজন ছাড়া আর কেউ জাগাবে না।’

এছাড়া এই দিন সদকা খায়রাত খতমে কুরআন ইত্যাদি ইবাদতের আয়োজন করা হয়। আমাদের বিয়ে-শাদীর আনন্দ পার্থিব আর অলী-আল্লাহদের শাদী রুহানী। যখন তারা পার্থিব এ জিজির ছিন্ন করে প্রকৃত বন্ধুর সাক্ষাত পান তখনই তাদের আসল শাদী। যে দিন প্রভুর সাক্ষাত হয় সে দিনই তাঁদের প্রকৃত খুশীর দিন। তাই এ দিনকে তাঁদের জন্য শাদীর দিন বা উরসের দিন বলে হাদীস শরীফে অভিহিত করা হয়েছে।

পুরো বছরে যত কুরআন তেলাওয়াত হয়, সদকা খায়রাত হয় এবং বিভিন্ন ইবাদত বন্দেগী হয় তা তো তাদের রুহে পৌছানো হয় এছাড়া যে দিন অলী-আল্লাহরা প্রকৃত শাদীর খুশী হাসিল করেছেন সেদিন বছরের মাথায় যখন তাঁর অনুসারীরা তাঁর জন্য পুনরায় পুন্যকাজের আয়োজন করেন তখন তাঁর আনন্দের উপর আনন্দ অনুভব হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন মৃত্যু সাধারণ মানুষের জন্য মৃত্যু হলেও তা আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য পরম জিন্দেগী।

کون کھتا ہے کہ مومن مرگے ☆ قید سے جھوٹے وہ اپنے گھر گئے

وصال শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- মিলিত হওয়া। প্রকৃত মুমিন যখন পার্থিব এ জিন্দেগী পার করে আপন প্রভুর সাথে মিলিত হয়। সে সময়কে পরিভাষায় **وصال** বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পূর্বক্ষণে বলেছেন- **اللهم بالرفيق الأعلى** আল্লাহ আমি শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চাই। আর এ মহিন্দ্রাক্ষণকে অলী-আল্লাহদের জন্য পরিভাষায় উরস বলা হচ্ছে।

উপসংহার : উপরের দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উরস বা ইসালে সাওয়াবের আয়োজন করলে উভয়মুখী ফায়দা হয়। এ দ্বারা যাঁদের জন্য করা হয় তাঁদের যেরূপ মাকাম বুলন্দ হয়। সেরূপ যারা করেন তাদের গোনাহ মার্ফের উসিলা হয়। উল্লেখ্য, ইসলাম সমর্থিত নয় এমন কার্যকলাপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে গর্হিত সেভাবে উরসের নামে তা প্রতিপালন করাও গর্হিত। অতএব, কোন কোন শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করে প্রকৃত উরসের বিরোধিতা করা অন্যায্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিকভাবে অলী-আল্লাহর স্মরণ করার এবং তাঁদের দেখানো পথে চলার তাউফিক দান করুন। আমিন!



বিদ'আত : একটি পর্যালোচনা

আলহাজ্ব মওলানা মুফতি মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী
লেখক, শায়খুল হাদীস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া।

ভূমিকা : 'বিদ'আত' মুসলমানদের নিকট একটি বহুল পরিচিত শব্দ। সিংহভাগ বিজ্ঞ উলামায়ে আহলে সুন্নাহের দৃষ্টিতে বিদ'আত ভাল মন্দ এই দুই প্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'আত নিন্দনীয় নয়, আর যে কতিপয় আলেম বিদ'আতকে মন্দ বলেছেন, তারাও বিদ'আতের প্রকরণে বিশ্বাসী। অতএব, এ বিষয়ে প্রত্যেকেই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিদ'আতের পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ- আরবী **بدعة** (বিদ'আতুন) শব্দটি **فَعْلَةٌ** (ফি'লাতুন) শব্দের সমুচ্চারিত একটি বিশেষ্য পদ; যা মূল শব্দ **بدع** (বিদ'উন) থেকে গৃহীত। যার শাব্দিক অর্থ নব আবিষ্কার, নতুনত্ব, নতুন বস্তু, নতুন মত ইত্যাদি। ইমাম নাওয়াযী আলায়হির রাহমাহ্ বলেন- **أَبْدَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ** অর্থাৎ পূর্বের কোন নমুনা ছাড়া যে কোন কৃত আমলকে বিদ'আত বলা হয়।^১ উত্তম বিবেচিত এমন বস্তু সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যার কোন উপমা নেই সে বস্তুর ক্ষেত্রেও আরবে বলা হয় **هذا امر بديع**।^২ আবার এমন বস্তু বা বিষয় নতুনভাবে অস্তিত্বে এসেছে, তাকেও **بدع** বা **بدعة** বলা হয়, যেমন পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

بَدَعَةُ অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি কোনো নতুন বসূল নই।^৩ কারো কারো মতে, **أَبْدَعُ الشَّيْءَ يَبْدَعُهُ** শব্দটি **أَبْدَعُ** থেকে গৃহীত ইস্ম বা বিশেষ্য পদ যার অর্থ 'উদ্ভাবন' করা। যেমন বলা হয়- **بَدَعُ (الْكَلال)** ও বিচ্ছিন্ন হওয়া, যেমন কোন উট চলতে চলতে দুর্বলতার কারণে পশ্চিমধ্যে বসে গেলে আরবে বলা হয়-

أَبْدَعْتُ الرَّاحِلَةَ।^৪ **أَبْدَعْتُ** শব্দটি মহান আল্লাহ তা'আলার অন্যতম গুনবাচক নাম, এর অর্থ নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী বা অসাধারণ সৃষ্টিকারী। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- **بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) নমুনা ছাড়া আসমান সমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকারী।^৫ এক কথায়, **بَدَعْتُ** হলো পূর্ব নমুনা ব্যতীত যে কোন আমল বা পদ্ধতি, যার ক্ষেত্র ব্যাপক আর যা সুন্নাহের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বিদ'আতের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন-

১. ইমাম নাওয়াযী আলায়হির রাহমাহ্ বলেন-

وَفِي الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

অর্থাৎ এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করাকে বিদ'আত বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না।^৬

২. মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মীর সৈয়্যদ শরীফ জুরজানী আলায়হির রাহমাহ্-



এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

هِيَ الْأَمْرُ الْمُحَدَّثُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ .

অর্থাৎ এমন নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, যা সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে ছিল না এবং যা শরয়ী দলিল দ্বারাও সমর্থিত নয়। ৭

৩. আল্লামা শাতেবী বিদ'আতের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন-

إِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَقِيقِيَّةَ الَّتِي لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا فِي الْجُمْلَةِ وَلَا فِي التَّفْصِيلِ .

অর্থাৎ মূলত বিদ'আত হলো তাই, যা শরীয়তের কোন দলিল দ্বারা সমর্থিত নয়- না আল্লাহর কিতাব দ্বারা প্রমাণিত, না সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত, না ইজমা দ্বারা, না এমন কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত, যা উলামায়ে কেরাম গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থেকে অনুমান করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে হোক কিংবা বিস্তারিতভাবে। ৮

৪. গায়র মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবী আলেম মৌলভী ওয়াহিদুজ্জামান নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ الْمُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِي تَرْفَعُ السُّنَّةَ مِثْلَهَا وَالَّتِي لَا تَرْفَعُ شَيْئًا مِنْهَا فَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَلْ هِيَ مُبَاحُ الْأَصْلِ .

অর্থাৎ বিদ'আত হলো এমন নিষিদ্ধ নব আবিষ্কৃত কাজ বা বিষয় যা কোন সুন্নাহকে নির্মূল করে। আর যা সুন্নাতের কোন রূপ বিলুপ্তি ঘটায় না তা বিদ'আত নয়; বরং মূলত তা বৈধ। ৯

এই সংজ্ঞায় তিনি ওই বিদ'আতকে গোমরাহী বলেছেন, যা সুন্নাত পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর যা সুন্নাত পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, সে সকল উদ্ভাবিত নতুন পন্থা বিদ'আত নয়; বরং মূলত তা একটি বৈধ কাজ।

উল্লিখিত সংজ্ঞার পর্যালোচনা :

প্রথম সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি **بدعت** বলা হয় এমন নতুন বিষয়কে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না। অর্থাৎ যা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত হিসেবে প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয় সংজ্ঞায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ ছাড়াও সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগকেও সংযোজন করা হয়েছে। আল্লামা আবদুল গণি নাবলুসী আলায়হির রাহমাহু তাবেয়ীনের পর তাব'ই তাবেয়ীনের কথাটিও বৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাব'ই তাবেয়ীনের যুগের পর নতুন কিছু সৃষ্টি করাকে বিদ'আত বলা হয়। অতএব এই সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ইসলামের প্রাথমিক উত্তম তিন যুগের পর নতুন ভাবে সৃষ্ট বিষয়াদি এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, যা শরয়ী দলীল দ্বারা সমর্থিত নয়, এমন



বিষয়কে বিদ'আত বলা হয়। উক্ত সংজ্ঞায় কোন বিষয় বিদ'আত হওয়ার জন্য দুইটি মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে-

ক. প্রাথমিক উত্তম তিনযুগে ওই বিষয় বা আমলের অস্তিত্ব না থাকা।

খ. 'দলীল-ই জাওয়ায' না থাকা অর্থাৎ সে বিষয় বা আমল বৈধ হওয়ার পক্ষে কোন দলীল না থাকা।

তৃতীয় সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে ওই সব উদ্ভাবিত বিষয়কে বিদ'আত বলা হয়, যার বৈধতার পক্ষে উসূলে আরবা'আহ (اصول اربعة) তথা ইসলামের চার মূল দলীলের কোন একটিতেও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ সংজ্ঞায় প্রত্যেক বিদ'আতকে মন্দ বলা হয়নি; বরং ওই বিদ'আতকে মন্দ ও গোমরাহী বলা হয়েছে, যা অনুরূপ কোন সুন্নাতে বিলুপ্ত করে দেয়। যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন-

إِنَّمَا لِمُحْذُورٍ بِدْعَةٌ تُرَاغَمُ سُنَّةٌ مَا مَوْرًا بِهَا. অর্থাৎ ঐ বিদ'আতই মারাত্মক, যা কোন সুন্নাতে ধ্বংস করে দেয়। ১০

সংজ্ঞাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন :

১ম ও ২য় সংজ্ঞার মাঝে বাহ্যত দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলেও মূলত সংজ্ঞা দু'টির মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলেছেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ.

অর্থাৎ তোমরা আমার সুন্নাত ও সঠিক দিশাপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর। ১১ এ হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে সুন্নাত হিসেবে অভিহিত করেছেন। আবার হুযূর-ই আকরাম অন্যত্র বলেছেন-

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবা অতঃপর তাদের অনুগামী তাবেয়ীন অতঃপর তাদের অনুগামী তাব'ই তাবেয়ীনের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে মেনে চলবে এবং তাদের অবাধ্য হবে না। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের আমল অথবা তাঁদের যুগে নতুন উদ্ভাবিত আমলকে প্রচলিত অর্থে 'সুন্নাতে সাহাবা' বলা হয়। আবার যেহেতু নতুন উদ্ভাবিত আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না, সেহেতু সে আমলগুলো **بدعت حسنة** বা উত্তম বিদ'আত হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু সরাসরি মন্দ বিদ'আতের আওতায় পড়বে না। কেননা মন্দ বিদ'আত বা কতিপয়ের দৃষ্টিতে শরয়ী বিদ'আত হলো তাই যার সম্পর্কে **دليل جواز** বা বৈধতার দলীল নেই যা উল্লেখিত ২য় সংজ্ঞার শেষাংশ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। আর এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরাম হলেন সত্যের মাপকাঠি। সুতরাং অনুরূপ হুকুম তাবেয়ীন ও তাব'ই তাবেয়ীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। উল্লিখিত আলোচনা থেকে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হলো যে, কোন ক্ষেত্রে কোন উদ্ভাবিত বিষয়ের সপক্ষে যদি কোন শরয়ী দলীল পাওয়া যায় সেটা 'বিদ'আতে হাসানাহ' হিসেবে বিবেচিত হবে। ওই উদ্ভাবিত বিষয় যে কোন যুগেই হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবিত নতুন বিষয়ের দৃষ্টান্ত হলো যেমন- হযরত আবদুর রহমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পবিত্র রমযান মাসে জামা'আতের সাথে নিয়মিত তারাবীহ নামায আদায় করতে দেখে হযরত ওমর ফারুক্কে আযম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- **نِعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ** অর্থাৎ এটি কতই উত্তম বিদ'আত। ১২



অন্যত্র তিনি বলেন- **لَئِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْيَدْعَةُ لِنِعْمَتِ الْيَدْعَةِ هِيَ**

অর্থাৎ যদিও এটি বিদ'আত, তবুও তা উত্তম বিদ'আতই। এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, কিছু কিছু বিদ'আত রয়েছে যা মন্দ ও নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম। অনুরূপ যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে য়ায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পবিত্র কুরআন মজীদ একত্রিত করার আদেশ প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি (যায়েদ) এই বলে নিবেদন করলেন- **كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

অর্থাৎ আপনারা কিভাবে এমন কাজ করতে যাচ্ছেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম করেননি। ১৩ উত্তরে তিনি বললেন- **هُوَ وَاللَّهُ خَيْرٌ** অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! এ তো ভাল কাজ। ১৪

অর্থাৎ কাজটি বিদ'আত তো বটে, তবে উত্তম বিদ'আত। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক উদ্ভাবিত ঐ সকল নতুন আমল বিদ'আতে হাসানাহু হিসেবে বিবেচিত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না। অনুরূপ যে কোন যুগে দলীল শরয়ী কর্তৃক সমর্থিত উদ্ভাবিত নতুন আমলও বিদ'আতে হাসানাহু আওতায় পড়বে।

অতএব, উল্লিখিত বিদ'আতের ৩য় ও ৪র্থ সংজ্ঞা এবং ১ম ও ২য় সংজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বিদ'আতের প্রকরণ : পর্যালোচনা :

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ'আত মূলত দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার- **بدعت حسنة** বা উত্তম বিদ'আত। বিভিন্ন সংজ্ঞায় এরূপ বিদ'আতকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন- **بدعت صالحة** (বিদ'আতে সালিহা), **بدعت محمودة** (বিদ'আতে মাহমুদাহ), **بدعت هدي** (বিদ'আতে হুদা), **بدعت لغوية** (বিদ'আতে লুগাভিয়াহ) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার- **بدعت سيئة** (মন্দ বিদ'আত) এরূপ বিদ'আতকেও বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন- **بدعت ضلالة** (বিদ'আতে দ্বোয়াল্লাহ), **بدعت ضلال** (বিদ'আতে দ্বোয়াল্লাল), **بدعت مذمومة** (বিদ'আতে মাজমুমাহ), **بدعت شرعية** (বিদ'আতে শরঈয়াহ) ইত্যাদি। সিংহভাগ উলামায়ে আহলে সুন্নাত বিদ'আতে হাসানাহু ও বিদ'আতে সাযিয়াহু এই দুই প্রকারে বিশ্বাসী। যেমন- শায়খ ঈসা মানে' আলহিময়ারী বলেন-

وَتَقْسِيمُ الْيَدْعَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ هُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

অর্থাৎ বিদ'আতকে হাসানাহু (ভাল) ও সাযিয়াহু (মন্দ) দ্বারা বিভক্ত করাটা অধিকাংশ বিজ্ঞ উলামারই মত। আর এটাই বিস্তৃত। ১৫

আবার তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিদ'আতকে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরুহ ও হারাম প্রকারাদিতে ও বিভক্ত করেছেন। যেমন আল্লামা ইজ্জুদীন ইবনু আবদিস সালাম তাঁর রচিত **كتاب القواعد** গ্রন্থে বিদ'আতকে অনুরূপ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করেছেন। ১৬ মূলত এগুলো বিদ'আতে হাসানাহু ও বিদ'আতে সাযিয়াহুর প্রকার। অর্থাৎ ১ম তিনটি বিদ'আতে হাসানাহুর প্রকার আর শেষ দু'টি বিদ'আতে সাযিয়াহুর প্রকার। যারা বিদ'আত উত্তম ও মন্দ হওয়ায় বিশ্বাসী তাঁরা হলেন- হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম ইজ্জুদীন ইবনু আবদিস সালাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম যারকানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম



ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম ক্বাসতালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম শিহাবুদ্দীন আবু শামা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আল্লামা ইবনুল আছির আল জায়রী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আল্লামা ইবনুল আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রমুখ।

বর্তমানে যে সকল বাতিল ফেরকা এবং তথাকথিত স্বঘোষিত “মুজতাহিদ” লেখকগণ জমহুর উলামার এই মতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এই দাবি করছে যে, বিদ'আতের মধ্যে ভাল ও মন্দ প্রকার বলতে কিছুই নেই। তাদের দৃষ্টিতে প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রান্ত। তারা তাদের দাবির সপক্ষে কতিপয় আয়েম্মায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। আয়েম্মারা হলেন- ইমাম রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম যারকাশী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রমুখ। এই বিজ্ঞ আলেমদের রচিত গ্রন্থ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারি যে, তারাও বিদ'আতের প্রকরণ সমূহ অকপটে স্বীকার করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

أَنَّ أَصْلَ الْبِدْعَةِ الْمَذْمُومَةِ مَا لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَهِيَ الْبِدْعَةُ فِي إِطْلَاقِ الشَّرْعِ وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْمَحْمُودَةُ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ يَعْنِي مَا كَانَ لَهَا أَصْلٌ مِنَ السُّنَّةِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا هِيَ بَدْعَةٌ لُغَةً لَا شَرْعًا.

অর্থাৎ নিশ্চয় নিন্দনীয় বিদ'আত হলো তাই, শরিয়তে যার সপক্ষে কোন উৎস নেই। শরিয়তের পরিভাষায় সেটাই বিদ'আত। অন্যদিকে প্রশংসনীয় বিদ'আত হলো তাই, যা সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত অর্থাৎ সুন্নাহ তথা শরিয়তে যার সপক্ষে উৎস রয়েছে। নিঃসন্দেহে তা বিদ'আতে লুগাবী, শরয়ী নয়। ১৭

ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও অপরাপর আলেমগণও বিদ'আতকে অনুরূপ প্রকরণে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি প্রত্যেকেই বিদ'আতকে বিভক্ত করেছেন। আর সবাই এই বিষয়ে একমত। শুধু পার্থক্যের দিকটা হলো অনেকেই বিদ'আতে শরয়ীকে “হাসানাহ” ও “সায়িয়াহ” এই দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন অন্যদিকে কতিপয় আলেম “লুগাবী” ও “শরয়ী” এই দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন; কিন্তু একটু গভীর চিন্তা করলে দেখা যায় বিদ'আতে লুগাবীই হলো বিদ'আতে হাসানাহ আর বিদ'আতে শরয়ীই হলো বিদ'আতে সায়িয়াহ।

বিদ'আতে হাসানাহর পক্ষে দালায়েল :

বিদ'আতে হাসানাহ অগণিত দালায়েল দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে পাঠক ভাইদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি দালায়েল উপস্থাপিত হলো।

১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ الْخ.

অর্থাৎ আর তাঁর অনুসারীদের অন্তরে নম্রতা ও দয়া রেখেছি। আর বৈরাগী হওয়া এই বিষয়টি তো তারা ধর্মের মধ্যে নিজেদের নিকট থেকে আবিষ্কার করেছে, আমি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করিনি, হ্যাঁ এ নব আবিষ্কার তথা বিদ'আত তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছে। ১৮



এই আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, ঈসায়ীগণ বিদ'আতে হাসানাহ্ অর্থাৎ বৈরাগ্য আবিষ্কার করলো। আল্লাহ তা'আলা এটির প্রশংসা করলেন এবং পুরস্কার দিলেন।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهُمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوزَارِهِمْ شَيْءٌ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল রীতি প্রচলন করলো সে তার প্রতিদান পাবে এবং যারা তদানুযায়ী আমল করলো তাদের সাওয়াবও সে লাভ করবে তবে তাদের সাওয়াব থেকে কোন কিছুই হ্রাস করা হবে না, আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ রীতি প্রচলন করলো তার জন্য সে পাপের ভাগী হবে এবং যারা সে অনুযায়ী আমল করলো সে তাদের পাপের বোঝা বহন করবে এমতাবস্থায় তাদের পাপ সমূহ হতে কোন কিছুই হ্রাস করা হবে না। ১৯

উক্ত হাদীস শরীফে হযুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মতের দিকে সুন্নাত প্রবর্তনের নিছবত করেছেন। আর এই সুন্নাত ভালও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে। সুতরাং বুঝা গেল যে, ইসলামে কোন ভাল রীতির প্রবর্তন ও প্রচলন করাটা হলো পুণ্যময় কাজ। আরো বুঝা গেল যে, প্রত্যেক বিদ'আত খারাপ নয়; বরং এমন অনেক বিদ'আত রয়েছে যা সাওয়াব লাভের মাধ্যম।

৩. হযুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন-

وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন ভ্রান্ত বিদ'আত আবিষ্কার করবে, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট নন, সে ব্যক্তি তদানুযায়ী আমলকারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপ বহন করবে এবং তাদের পাপ সমূহ থেকে কোন কিছুই হ্রাস করা হবে না। ২০

এই হাদীস শরীফে **بدعت** (বিদ'আত) শব্দটিকে **ضلالة** দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ওই বিদ'আতই নিন্দনীয় হবে, যা গোমরাহীর উপলক্ষ। তা আক্বীদাগত হতে পারে আবার আমলগতও হতে পারে। যেমন বর্তমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীতে ওহাবীবাদ, মওদুদীবাদ সহ যত বাতিল ফিরক্বা রয়েছে সব **بدعت ضلالة** তথা ভ্রান্ত বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

৪. রাঈসুল ফোকাহা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

অর্থাৎ মুসলমানগণ তথা যুগের বিজ্ঞ সূফী আয়িম্মা ও উলামায়ে সালেহীন যা ভাল মনে করবেন, তা আল্লাহর নিকটও ভাল। ২১ আল্লামা আইনী ও ইমাম রাযী সহ অনেকেই হাদীসটিকে মারফু' তথা হযুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি বলেছেন। এই হাদীস থেকেও আমরা বুঝতে পারলাম কিছু কিছু বিদ'আত রয়েছে যা



ভাল। এছাড়াও বিদ'আতে হাসানাহর সপক্ষে আয়িম্মায়ে কেরাম ও ফোকাহায়ে ইযামের অসংখ্য অভিমত রয়েছে। নিম্ন কয়েকটি অভিমত উপস্থাপন করা হলো।

৫. ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

مَا أُحْدِثَ وَخَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ أَثَرًا فَهُوَ الْبِدْعَةُ الضَّالَّةُ - وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ وَلَمْ يَخَالَفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الْبِدْعَةُ الْمَحْمُودَةُ.

অর্থাৎ যে নতুন কাজ কুরআন অথবা সুন্নাহ, অথবা ইজমা কিংবা বিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরামের কোন উক্তি বা কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী তা বিদ'আতে দোয়াল্লাহ্ তথা পথভ্রষ্ট বিদ'আত। আর যদি কোন উদ্ভাবিত কল্যাণকর কাজ উপরোক্ত বিষয়গুলোর পরিপন্থী না হয় সেটি হবে বিদ'আতে মাহমুদা তথা বিদ'আতে হাসানা। ১২২

৬. ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

لَا بَأْسَ بِكِتَابِ السُّورِ وَعَدَدِ الْأَيِّ وَهُوَ إِنْ كَانَ إِحْدَاثًا فَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ إِحْدَاثًا وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে সূরা সমূহের নাম লেখা ও আয়াত সমূহের গণনা ইত্যাদিতে কোন অসুবিধা নেই। যদিও তা নতুন উদ্ভাবন; কিন্তু তা বিদ'আতে হাসানাহ্। ১২৩

এতদ্ব্যতীত তারাবীহ নামাযের ব্যাপারে হযরত উমর ফারুক্ আযম রাহিমাতুল্লাহি তা'আলা আনহু-এঁর উক্তি ও কুরআন মজীদ সংকলনের ব্যাপারে হযরত সিদ্দিক্ আকবর রাহিমাতুল্লাহি তা'আলা আনহু-এঁর উক্তির মাধ্যমেও 'বিদ'আত হাসানাহ্' বৈধ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। অতএব, বিদ'আতে হাসানাহর সপক্ষে দালায়েল পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারলাম সকল বিদ'আত নিন্দনীয় নয়। আর যে সকল রেওয়াজাতে "প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্ট" মর্মে বর্ণিত হয়েছে এবং যে সকল বিদ'আতের বিপরীতে হাদীস শরীফে কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে মূলত তা মন্দ বিদ'আত তথা বিদ'আতে সাযিয়াহর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী, ইমাম যারকানী, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী প্রমুখ বিজ্ঞ আলেম এই মর্মের হাদীসগুলোর বিশ্লেষণে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিদ'আত সংক্রান্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমার সম্মানিত উস্তাদ হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বিরচিত "জা'আল হক" অধ্যয়নের জন্য পাঠকদের নিকট অনুরোধ রইলো।

বর্তমানে বিদ'আতে সাযিয়াহর কতিপয় দৃষ্টান্ত :

১. বর্তমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীত যত বাতিল ফিরক্বা রয়েছে যথা ওহাবী মতবাদ, মওদুদী মতবাদ, তাবলীগ মতবাদ, শিয়া মতবাদ, কাদিয়ানী মতবাদ ইত্যাদি সকল ফেরক্বা বিদ'আতে সাযিয়াহ। কেননা ভ্রান্ত আক্বিদার উপর এই সকল ফেরক্বার ভিত্তি। আল্লামা ইজুদ্দীন ইবনু আবদিস সালাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি অনুরূপ ভ্রান্ত মতবাদকে বিদ'আতে মুহাররামাহ তথা বিদ'আতে সাযিয়াহর তালিকায় উল্লেখ করেছেন। ২৪

২. টঙ্গীর তুরাগ নদীর পাড়ে আয়োজিত ওহাবী ইজতিমা (বিশ্ব ইজতিমা) বিদ'আতে সাযিয়াহর অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য এই জামাতের আয়োজক হলো 'তাবলীগ জামাত'। এই ফিরক্বার উদ্ভাবক হলেন ভারতের দিল্লীর মৌলভী ইলিয়াছ



মেওয়াতী সাহেব। তিনি তাবলীগ জামাত স্বপ্নে প্রাপ্ত হয়ে গঠন করেছেন বলে দাবী করেন। ইসলামে পাঁচ উসূলকে পরিহার করে তিনি নিজের পক্ষ থেকে রোজা, হজ্জ যাকাতকে বাদ দিয়ে আরো চারটি সংযোজন করে, তথাকথিত ছয় উসূলের একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। ব্যাপকভাবে ওহাবী মতবাদ প্রচার করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। তার এই নব আবিষ্কৃত জামাত পদ্ধতিও বিদ'আতে সাযিয়াআহ'র পর্যায়ে পড়ে। কারণ তার এসব কাজ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। 'তাবলীগ জামাত' টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে আজ কয়েক বছর এ ইজতিমার আয়োজন করে আসছে। এই ইজতিমা 'বিদ'আতে সাযিয়াআহ' হওয়ার কতিপয় কারণ চিহ্নিত করা যায়-

ক. তাদের ভাষায় ইসলামের প্রাথমিক উত্তম তিন যুগে এই ধরনের ইজতেমার কোন অস্তিত্ব নেই।

খ. তাদের ঘোষণা ও মূল্যায়ন অনুসারে এ ইজতিমা পবিত্র হজ্জের সাথে তুলনীয়। একারণে এই ধরনের ইজতেমায় আগত এমন অসংখ্য সরলপ্রাণ মুসল্লীও আছে, যারা মনে করে এই ইজতেমা হজ্জের বিকল্প। (নাউযুবিল্লাহ)।

গ. অনেকে মনে করে ঐ খানে গেলে হজ্জের ন্যায় অগণিত সাওয়াব লাভ করা যায়। এটা তাদের একটি জঘন্য ভুল ধারণা।

এমন ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এবং বিভিন্ন দেশ থেকেও অনেক মুসল্লী অধিক সাওয়াব লাভের আশায় ইজতেমায় সমবেত হয়। অথচ তাদের ভাষায় হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى .

অর্থাৎ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অধিক সাওয়াব লাভের আশায় অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফর করা যাবে না। তিনটি মসজিদ হলো- মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং বায়তুল মুকদ্দাস। ২৫

মূলত: উক্ত হাদীস শরীফের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী ওহাবী মতবাদের বিশ্বাসীরা। এ কারণে এ ব্যাখ্যা তাদের ইজতিমার বেলায় প্রযোজ্য বলে মন্তব্য করা হলো। সম্মানিত মুহাদ্দিসীন কেরাম ও আহলে সুন্নাতে ইমামগণের ব্যাখ্যা তা নয়।

৩. ১০ই মহররম শিয়া সম্প্রদায়ের তাযিয়া মিছিল ও মিছিলে 'মর্সিয়া' (শোকগাথা) পাঠ করা এবং বিশেষ রঙ্গের পোশাক পরিধান করে ও মাতম করে শোক প্রকাশ করা ইত্যাদিও বিদ'আতে সাযিয়াআহ। বিবাহের মতো সুন্নাহ পালন করার সময় অনৈসলামিক গান-বাজনা, নারী-পুরুষের বেপর্দাভাবে মেলামেশা ইত্যাদিও জঘন্য নিন্দনীয় বিদ'আত। এছাড়াও আরো অনেক বিদ'আতে সাযিয়াআহ মুসলিম সমাজে দুঃখজনক ভাবে প্রচলিত হয়েছে; যেগুলো কিয়ামতেরও আলামত হিসেবে বিবেচ্য। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিদ'আতের আসল স্বরূপ বুঝার তাওফীক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র :

১. মিরকাতুল মাফাতীহ, মোল্লা আলী ক্বারী-১ম খণ্ড, পৃ: ২১৬।

২. আল বিদ'আতুল হাসানাহ, শায়খ ঈসা আলহিমযারী-পৃ. ২৪।

৩. আল কুরআনুল করীম, সূরা আহক্বাফ, আয়াত-৯।



৪. মুজাম্মু মাক্বায়িছিল লুগাহ্, ইবনু ফারেস-১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ ।
 ৫. আল কুরআনুল করীম, সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত-১৭৭ ।
 ৬. মিরকাতুল মাফাতীহ, প্রাণ্ডক্ত । ৭. ক্বাওয়াইদুল ফিক্হ, পৃ. ২০৪ ।
 ৮. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ১০৯ । ৯. হাদীয়াতুল মাহদী, প.-১১৭ ।
 ১০. ইহয়াও উলুমিদ্দীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২ । ১১. জামেয়ুত তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী রা., হাদীস নং ২৬০০ ।
 ১২. সহীহুল বুখারী, ইমাম বুখারী রা., হাদীস নং ১৮৭১ । ১৩. মিশকাতুল মাছাবীহ, শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, পৃ. ১৯৩ ।
 ১৪. মিশকাতুল মাছাবীহ, প্রাণ্ডক্ত । ১৫. আল বিদ'আতুল হাসানাহ্, পৃ. ১৬৩ ।
 ১৬. মিরকাতুল মাফাতীহ, প্রাণ্ডক্ত । ১৭. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ. ২৫৩ ।
 ১৮. আল কুরআনুল করীম, সূরা হাদীদ, আয়াত-২৭ । ১৯. মিশকাতুল মাছাবীহ, পৃ. ৩৩ ।
 ২০. জামেউত তিরমিযী, হাদীস নং ২৬০১ । ২১. আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৪৪৬৫ ।
 ২২. আস সিরাতুল হালবীয়াহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯ । ২৩. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়াহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৬ ।
 ২৪. মিরকাতুল মাফাতীহ, প্রাণ্ডক্ত । ২৫. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯ ।

“কামেলের মাজার জান সর্ব দুঃখ হারী ।

প্রেমিকের অন্তরে ঢালে শান্তি সূধা বারি ।”

মহান ২২ চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত ‘জ্ঞানের আলো’র সফলতা কামনা এবং মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

এঁর মেহেরবানীর প্রত্যাশায়-



মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন

যাবতীয় কাঠ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

বনরূপা, জে. বি. স-মিল, রাজমাটি । ০১৮২২-৬৯০২৪০

সভাপতি : পূর্ব চরণদ্বীপ কান্ত পুকুর পাড় খেদমত কমিটি

বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম ।



সঠিক শাজরা ও সিলসিলা; আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতির সোপান

মওলানা মুহাম্মদ আলী আহগর

প্রভাষক, দিলোয়ারা জাহান মেমোরিয়াল কলেজ, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

‘শাজরা (شَجَرَة)’ শব্দটি আরবি, একবচন। বহুবচনে اشجار (আশজার)। আভিধানিক অর্থ- বৃক্ষ, সূত্র, তালিকা ইত্যাদি। যেমন আরবীতে বংশ তালিকাকে শাজরায়ে নসব (genealogical tree) বলা হয়ে থাকে। বৃক্ষ যেমন তার শাখা প্রশাখা সমেত একটির সাথে আরেক শাখা সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। অনুরূপভাবে বংশীয় সম্পর্কও পরস্পর সংযুক্ত থাকে তার উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ পর্যন্ত। বংশীয় শাজরার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরিচিতি ফুটে উঠে। তেমনি ক্রমাগত আধ্যাত্মিক ধারাবাহিকতা/সূত্র যেটি হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংযুক্ত থাকে তাকে শাজরায়ে ত্বরিকত বা সিলসিলা বলা হয়ে থাকে।

পবিত্র কোরআন শরীফেও শাজরা (شَجَرَة) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ইব্রাহিমের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন—

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ .

অনুবাদ : আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আল্লাহ তা’আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন : পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত।

আলোচ্য আয়াতটির তাফসিরে সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাস্সির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেয়াই বুঝানো হয়েছে কালিমায়ে তাইয়িবা (পবিত্র বাক্য) দ্বারা। এর মূল (শিকড়) মজবুত অর্থাৎ মুমিনের অন্তরে লাইলাহা রয়েছে। এর শাখা উর্ধ্ব উত্থিত অর্থাৎ মুমিনের তাওহীদ বা একাত্মবাদের কালেমার কারণে তার আমলগুলি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। আরো বহু মুফাস্সির হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুমিনের আমল, কথা ও সৎ কার্যাবলি। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

মূলত শাজরা দ্বারা উপরোক্ত আয়াতে মুমিনদের বুঝানো হয়েছে। আর ত্বরিকতের পরিভাষায় শাজরা হল-ক্রমাগত আধ্যাত্মিক সূত্র যা হযরত আলীর (রাঃ) মাধ্যমে রাসুলে পাক পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ একেক জন পবিত্র ত্বরিকতের শায়খ পরস্পরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত শায়খগণ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। কখনো বিচ্ছিন্ন হননা। শাজরায় উল্লেখিত পবিত্র শায়খগণের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ নিসবত (সম্পর্ক) বিদ্যমান থাকে। তাই নিসবত বিহীন কোন শায়খ বা পীরে ত্বরিকতকে শাজরার অধিকারী বলা যাবেনা। তাই পবিত্র কোরআনে শাজরাকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন ঘোষণা হচ্ছে—

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা’। (সূরা আলে ইমরান আয়াত নং-১০৩)

উক্ত আয়াতে ‘হাবলুল্লাহ (আল্লাহর রজ্জু)’ দ্বারা তাফসির বিশারদগণ পবিত্র কোরআনুল করিমকে বুঝিয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর রজ্জু’ দ্বারা জমা’আত (আহলে সুন্নাহ) কে বুঝায়। তিনি আরো বলেন, তোমরা জামাআতকে (আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত উপর ঐক্যবদ্ধ থাকা) অনিবার্য করে নাও। কারণ সেটাই



হচ্ছে 'আল্লাহর রজ্জু'; যাকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (কানযুল ইমান ও খাযায়েনুল ইরফান)।

তাই পক্ষান্তরে এখানে রজ্জু দ্বারা শাজরা তথা সঠিক সিলসিলাকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লামা রুমি (রঃ) বলেন, শেষ জমানার বিপদ থেকে রক্ষার জন্য ঐ ব্যক্তির আঁচল ধর, অনুসারি হও, যেই ব্যক্তির পার্থিব ভাব শিথিল এবং খোদায়ী ভাবধারা সজাগ-চেতনা সম্পন্ন। (মানব সভ্যতা)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলতে সেই দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আসহাবে রাসুল (সঃ) তথা তাঁদের অনুসারীদের দল। আর বর্তমান সময়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে নেতৃত্বদানকারী হলেন একমাত্র আওলিয়া কেরামগণই। তাঁদের হাতেই ন্যস্ত বিপন্ন মানবতার মুক্তি ও সত্য পথে পরিচালনার দায়িত্ব। আর নিঃসন্দেহে যার কাছে রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সূত্র পরম্পরায় প্রাপ্ত শাজরা, সিলসিলা তথা খিলাফত রয়েছে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। কারণ তিনিই রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রাপ্ত। কিয়ামতের ময়দানে একমাত্র রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি কেউ আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার অনুমতি পাবেনা। এক মাত্র শাজরা তথা খেলাফত প্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার অধিকারী হবেন। এ কারণে খেলাফতের প্রবর্তন। এতদ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন—

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ অনুবাদ : এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতিত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? (সুরা বাকারা, আয়াত নং-২৫৫)

কিয়ামতের ময়দানে একমাত্র এজাজত বা অনুমতি প্রাপ্ত তথা খেলাফতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে পারবেন আলোচ্য আয়াতে উক্ত কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। অপর আয়াতেও পূর্বোক্ত আয়াতের সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে—

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

অনুবাদ : যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যক্তি আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবেনা। (সুরা মরিয়ম, আয়াত নং-৮৭)

নিম্নোক্ত আয়াতেও ঘোষিত হয়েছে—

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا .

অনুবাদ : দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন, সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবেনা। সুরা তা-হা, আয়াত নং-১০৯

নিম্নোক্ত আয়াতটিতে পূর্বোক্ত কথাটিই অনুরণিত হয়েছে—

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

অনুবাদ : যার জন্য অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা। (সুরা সাবা, আয়াত নং-২৩)

আলোচ্য আয়াতগুলিতে শাফা'আত বা সুপারিশ করার অধিকারী কারা তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিচার দিবসে আল্লাহর সম্মুখে কথা বলার অধিকারপ্রাপ্ত তারাই হবে। যাদের কাছে অনুমতি আছে, আর যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। নিঃসন্দেহে খেলাফত তথা শাজরা প্রাপ্ত ব্যক্তি সুপারিশ করার ও আল্লাহর সম্মুখে কথা বলার অধিক হকদার।



ত্বরিকতের পরিভাষায় শাজরা (شجرة) ও সিলসিলা (سلسلة) শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থক, এটি একবচন, বহুবচনে সালাসিল (سلاسل) ব্যবহৃত হয়। সিলসিলা শব্দটির আভিধানিক অর্থ- শিকল, শিকলের কড়া (Chain), শায়খদের সূত্র পরম্পরা (lineage of sheikhs), ধারাবাহিক বস্তু (الأشياء المتتابة) ইত্যাদি।

পরিভাষায় সিলসিলা বলা হয়- A silsila that leads back to Muhammad through Ali. অর্থাৎ ক্রমাগত আধ্যাত্মিক ধারা যেটি শায়খে ত্বরিকতকে হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিসবত তথা সংযোগ স্থাপন করে দেয়। অন্যভাবে বলা যায়- Silsila May be translated as "(religious) order" or "spiritual genealogy" where one Sufi Master Selector his representation. অর্থাৎ সিলসিলা বলা হয়, ধর্মীয় অনুক্রম বা আধ্যাত্মিক পরম্পরা যেখানে একজন শাজরা প্রাপ্ত শায়খ, তাঁর কোন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর নিকট খিলাফত বা শাজরা প্রদান করেন। বিশ্বব্যাপী অনেক সিলসিলা ও ত্বরিকা রয়েছে। নিম্নে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ও বিখ্যাত সিলসিলা/ত্বরিকার একটি তালিকা ছক আকারে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা হল-

| ত্বরিকার নাম | যাঁর নামানুসারে | প্রতিষ্ঠাতা | অবস্থান |
|---------------|---|---|---|
| ক্বাদেরীয়া | গাউছুল আজম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (কঃ) | হযরত গাউছুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী (কঃ) | জন্ম: ১০৭৭ খি:, ৪৭০ হিজরি জন্ম স্থান: জিলান, ইরান। ইস্টেকাল: ১১৬৬ খি: ৫৬১ হিজরি বাগদাদ, ইরাক। মাযহাব: হাম্বলি। উপাধি: গাউছুল আজম, পীরানে পীর, সুলতানুল আউলিয়া। |
| মাইজভাগুরীয়া | বাংলাদেশে অবস্থিত চট্টগ্রাম জেলার মাইজভাগুর গ্রামের নামানুসারে। | গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) | জন্ম: ১৪ জানুয়ারী, ১৮২৬ খি:। জন্ম স্থান: মাইজভাগুর ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। মাযহাব: হানফি। উপাধি: গাউছুল আজম, হযরত কেবলা, বড় মওলানা। |
| আশরাফিয়া | হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি (রঃ)। | হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি (রঃ)। | জন্ম: ১৩০৮ খি:, সিমনান, ইরান ইস্টেকাল: ১৪২৫ খি:, কছওয়াছা শরীফ, ভারত। |
| বাদাভিয়া | হযরত আহমদ আল বাদাভি (রঃ) | হযরত আহমদ আল বাদাভি (রঃ) | জন্ম: ৫৯৬ হিজরি, ফেজ, মরক্কো। ইস্টেকাল: ৬৭৫ হিজরি, টান্টা, মিশর। |



| | | | |
|---------------|---|--|---|
| চিশতিয়া | হযরত মঈনুদ্দীন চিশতি (র:) এর নামে অধিক পরিচিত। | হযরত আবু ইসহাক শামি (র:)। | জন্ম স্থান: সিরিয়া। ইস্টেকাল: ৯৪০ খ্রি:, চিশত, হিরাত, আফগানিস্তান। |
| দাসুন্ধিয়া | হযরত ইব্রাহিম আল-দাসুন্ধী (র:) | হযরত ইব্রাহিম আল-দাসুন্ধী (র:) | জন্ম স্থান: দাসুক, মিশর। |
| জালভাতিয়া | | হযরত আজিজ মাহমুদ হুদায়ি (র:) | জন্ম স্থান: আঙ্কারা, তুরস্ক। |
| খিলওয়াতিয়া | খিলওয়াত শহরের নামানুসারে আফগানিস্তান। | হযরত ওমর আল খিলওয়াতি (র:) | |
| কুবরাবিয়া | | হযরত নযমুদ্দীন কুবরা (র:)। | জন্ম স্থান: বোখারা, উজবেকিস্তান |
| মৌলভিয়া | হযরত জালাল উদ্দিন রুমি (র:) এর উপাধি মওলানা অনুসারে | হযরত জালাল উদ্দিন রুমি (র:) | জন্ম স্থান: খাওয়ারিজম, রাশিয়া। |
| নকশবন্দিয়া | ‘নকশবন্দি’ এর অর্থ-কাপড়ে নকশা করা। হযরত বাহা উদ্দিন নকশবন্দি (র:) তাঁর পিতাকে কাপড় বুনন ও তার নকশার কাজে সহযোগিতা করতেন বলে তাঁকেও নকশবন্দি বলা হয়। সে হিসাবে এই ত্বরিকাটি নকশবন্দি ত্বরিকা নামে বেশ প্রসিদ্ধ। | হযরত আব্দুল খালিক আল গুজদাওয়ানি (র:), হযরত ইউছুফ আল-হামদানি (র:), হযরত বাহা উদ্দিন নকশবন্দি (র:)। | জন্ম স্থান: হযরত বাহা উদ্দিন নকশবন্দি (র:) এর জন্মস্থান: বোখারা, উজবেকিস্তান। হযরত আব্দুল খালিক আল গুজদাওয়ানি (র:) হলেন হযরত ইউছুফ আল-হামদানি (র:) এর খলিফা। হযরত বাহা উদ্দিন নকশবন্দি (র:) হলেন হযরত খালিক আল গুজদাওয়ানি (র:) এর খলিফা। |
| রিফায়িয়া | হযরত আহমদ আর-রিফায়ী (র:) | হযরত আহমদ রিফায়ী (র:)। | জন্ম স্থান: ওয়াসিত, ইরাক। |
| শাদিলিয়া | হযরত আবুল হাসান আশ-শাদিলী (র:) | হযরত আবুল হাসান আশ-শাদিলী (র:)। | জন্ম স্থান: কেওটা, মরক্কো। |
| সোহরাওয়ার্দি | ইরানের সোহরাওয়ার্দি নামক স্থানের নামানুসারে। | হযরত আবু আন-নাযিব সোহরাওয়ার্দি (র:)। | জন্ম স্থান: সোহরাওয়ার্দি, ইরান। |
| তাইয়ানিয়া | হযরত আহমদ আল-তাইয়ানি (র:) | হযরত আহমদ আল তাইয়ানি (র:)। (মূলত এই ত্বরিকাটির উৎপত্তি উত্তর আফ্রিকাতে হলেও এটি পশ্চিম আফ্রিকায় বেশি পরিচিত। বিশেষ করে সেনেগাল, মরুতানিয়া, গাম্বিয়া, মালি, চাদ, নাইজার, ঘানা, নাইজেরিয়া ইত্যাদি দেশ সমূহে (বেশি প্রচলিত)। | জন্ম স্থান: আলজেরিয়া (উত্তর আফ্রিকা) ইস্টেকাল: ফেজ, মরক্কো। |



বিশ্বব্যাপী যতগুলো তুরিকা বা সিলসিলা রয়েছে, সবগুলোর অভিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে খোদা অশ্বেষণ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। যদিও বা তুরিকাগুলোর ওয়িফাতে ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য অভিন্ন। সঠিক সিলসিলা ও শাজরা বিশিষ্ট তুরিকা খোদা প্রাপ্তি ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম সোপান।

উপরোল্লিখিত ছকে 'মাইজভাগুরী' তুরিকা বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে; যেটি সঠিক সিলসিলা ও শাজরাভুক্ত তুরিকা। 'মাইজভাগুরী' তুরিকা একটি স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেহেতু ইহা একটি সংস্কারধর্মী, স্বাধীন ও বাধাহীন বেলায়তী ধারার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও সর্ববেষ্টনকারী তুরিকা। উক্ত তুরিকার প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাগুরী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এই তুরিকায় বিভিন্নমুখী সংস্কার সাধন করে যুগোপযোগী ও সহজ সাধ্য বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন পূর্বক খোদা প্রাপ্তির সহজ পথ বাতলে দেন। যার কারণে ইহা খুব দ্রুত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। যে কোন ওয়াক্ফিয়া নামাজের পর 'বরজখ' ধ্যান পূর্বক দৈনিক ১০ থেকে ১০০ বার জিকির পালনের মাধ্যমে সহজে আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভের এই প্রক্রিয়াটি এই তুরিকাটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এই তুরিকার আরো কতিপয়—

বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থাপন করা হল :

(ক) এই তুরিকার শাজরা শরীফে দুই জন গাউছুল আজম আছেন। শাজরা শরীফের ১৮নং ক্রমে গাউছুল আজম হযরত মহি উদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (কঃ) ও ৩৭ নং ক্রমে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর অবস্থান।

(খ) অন্যান্য তুরিকার মাশায়েখ ও মুরিদগণ এই তুরিকা অনুযায়ী জিকির-আজকার করে বা স্ব স্ব পীর-বুজুর্গ ধ্যানে স্ব স্ব তরিকা অনুযায়ী জিকির করে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) হতে ফয়েজ রহমত হাসিল করার অধিকার রাখেন।

(গ) এই তুরিকাটি সাম্প্রদায়গত, ব্যক্তিগত ও জাতিগত তুরিকা নহে।

(ঘ) এমন কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণও স্ব স্ব ধর্মমতে উপাসনা করে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) হতে ফয়েজ ও অনুগ্রহ লাভ করার অধিকার আছে।

(ঙ) যারা ছেমা বা বাদ্য-যন্ত্র সহকারে জিকির করতে ইচ্ছুক তারাও নির্ধারিত শরায়তে মোতাবেক জিকিরে ছেমা করার অনুমোদন আছে।

(চ) উসুলে সাব'আ বা সপ্ত কর্ম পদ্ধতি গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর অন্যতম প্রবর্তন; যা সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজ সাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে।

গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রবর্তিত 'মাইজভাগুরী তুরিকা মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে নিবেদিত এক যুগান্তকারী তুরিকা। এই তুরিকার শাজরা-সিলসিলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার মানসে তিনি তাঁর ইহধাম ত্যাগ করার পূর্বে ১৯০৫ সালে তাঁর আদরের নাতি (পুত্র বংশীয় আওলাদ) হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) কে খেলাফত প্রদান পূর্বক গদীর স্থলাভিষিক্ত (সাজ্জাদানশীন) মনোনীত করেন তথা শাজরা-সিলসিলা অর্পণ করেন।



একই ধারাবাহিকতায় হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) কে ১৯৭৪ সালে গদীর স্থলাভিষিক্ত (সাজ্জাদানশীন) মনোনীত করেন। এতদ্ প্রসঙ্গে তিনি 'জরুরী বিজ্ঞপ্তি' মূলে ঘোষণা করেন- 'এতদ্ প্রসঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হজরতের হজুরা শরীফের আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা দীক্ষা শজরা দান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারী-সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিলাম'।

অনুরূপভাবে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) তাঁর একমাত্র পুত্র শাহজাদায়ে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) কে খেলাফত অর্পণ পূর্বক গদীর স্থলাভিষিক্ত (সাজ্জাদানশীন) মনোনীত করে শাজরা-সিলসিলা জারি রাখার দায়িত্ব প্রদান করেন। একই ভাবে শাজরার ধারাবাহিকতায় রুহি ওয়ারেছের মধ্যস্থতায় হাশর তক্ গাউছিয়ত জারি থাকবে ইনশা আল্লাহ।

তথ্য সূত্র :

- ১) কানযুল ঈমান ও খাযায়েনুল ইরফান।
- ২) তাফসীর ইবনে কাসীর।
- ৩) সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ)র বেলায়তে মোত্লাকা।
- ৪) সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ)র মানব সভ্যতা।
- ৫) সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ)র মূলতত্ত্ব।
- ৬) সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ)র মিলাদে নববী ও তাওয়ান্নোদে গাউছিয়া।
- (৭) <http://sufiwiki.com/>
- ৮) <https://en.wikipedia.org/wiki/Naqshbandi>
- ৯) <https://en.wikipedia.org/wiki/Tariqa>
- ১০) https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Ullah_Maizbhandari
- ১১) <http://www.almaany.com>
- ১২) معجم المعاني الجامع
- ১৩) قاموس المعاني
- ১৪) https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_al-Tijani



ক্বোরআন ও হাদিসের আলোকে আল্লাহর প্রিয়জনদের স্মরণ

মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল আযহারী

প্রভাষক, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও খতিব, মুসাফিরখানা জামে মসজিদ, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নবী-রাসুলগণ আলায়হিমুস সালাম, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইতে রাসুল ও আউলিয়ায়ে কেরামের শুভ জন্মদিন এবং ওফাত দিনকে কেন্দ্র করে মাহফিল করা, নানা পুণ্য ও কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে তাঁদের অবদানকে স্মরণ করা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় ও শরীয়তসম্মত কাজ। কেননা এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ তাঁদের জীবন, কর্ম ও অনুপম আদর্শ অবগত হতে পারে এবং নিজের জীবনেও তাঁদের আদর্শ বাস্তবায়নে আগ্রহী ও উৎসাহিত হয়ে উঠে। পবিত্র ক্বোরআনে প্রায় অর্ধশতাধিকবার নির্দেশ এসেছে আল্লাহর প্রিয় জনদের স্মরণ করার বিষয়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- (مريم الخ) واذكر في الكتاب ابراهيم.

(হে হাবীব! স্মরণ করুন কিতাবে হযরত ইবরাহিমকে) [মারয়াম:৪১]

واذكر في الكتاب موسى. (مريم ১০)

(হে হাবীব! স্মরণ করুন কিতাবে হযরত মুসাকে)। [মারয়াম:৫১]

এ নির্দেশটি শুধু আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসুলদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং আউলিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- (مريم ৬১) واذكر في الكتاب (হে হাবীব আপনি কিতাবে হযরত মারয়ামকে স্মরণ করুন)। [মারয়াম : ১৬]

এ আয়াতে হযরত মারয়াম আলায়হিস সালামকে স্মরণ করার এরশাদ হয়েছে। একথা কারও অজানা নেই যে, হযরত মারয়াম আলায়হিস সালাম নবী ছিলেন না, বরং তিনি আল্লাহর একজন ওলী ছিলেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন করিমে তার প্রিয় নবীকে এরশাদ করেন তিনি যেন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নেয়ামত অবতরণের দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন- (مريم ৫) وذكروهم بأيام الله (হে হাবীব! আপনি আপনার উম্মতদেরকে আল্লাহর দিনগুলো সম্পর্কে উপদেশ দিন)। [ইবরাহিম:৫]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দিনগুলোকে মানে ওই সবদিন যে দিনগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ কোন বান্দা বা বিশেষ কোন জাতকে কোন খাস বা বিশেষ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। আর এ দিনগুলো হলো শুভ জন্মদিন, বিজয়ের দিন ইত্যাদি।

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করেন নিজের জন্ম দিন :

যেহেতু শুভ জন্মদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নেয়ামত তাই রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর নিজ জন্মদিন বা মিলাদ উদ্‌যাপন করেছেন নফল রোজা পালনের মাধ্যমে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সোমবার রোজা রাখতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এরশাদ করেছিলেন في ذلك يوم ولدت فيه এটা ওইদিন যেদিন আমার শুভ জন্মদিন হয়েছে বা মিলাদ হয়েছে।



[মুসলিম শরীফ]

অর্থাৎ তিনি তাঁর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া স্বরূপ এ নফল রোজা রাখতেন।

নেয়ামত প্রাপ্তির দিনকে স্মরণ করা নবীগণের (আ:) সুন্নাত

রমজান মুবারকের রোজা ফরজ হবার পূর্বে আশুরার রোজা রাখা ফরজ ছিল। রমজানের রোজার হুকুম নাযিল হবার পর তা সুন্নাতে রূপান্তরিত হলো।

আশুরার রোজা কি ও কেন :

বুখারী-মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াহুদিরা মুহররম মাসের দশম তারিখে তথা আশুরার দিনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নফল রোজাসহ অনেক ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে প্রতি বৎসর উদ্‌যাপন করে আসছে। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা জানায়-

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله قدم المدينة فوجد اليهود صياما - يوم عاشوراء - فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذين تصومونه - فقالوا هذا يوم عظيم نجي الله فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن احق واولي بموسى منكم - فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه (متفق عليه)

“এটি একটি মহান দিবস, যেদিন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর জাতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর ফেরাউন ও তার জাতিকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ার্থে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম রোজা রেখেছিলেন, তাই আমরাও এ দিনে রোজা রাখি।” তখন রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “আমরা তোমাদের চেয়ে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ঐর অধিক হকদার এবং অধিক নিকটবর্তী।” (কেননা তারা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ঐর প্রকৃত দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল), তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিনে রোজা রেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [বুখারী ও মুসলিম]

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিনের রোজার ফজিলত সম্পর্কে এরশাদ করেন-

وقال عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ما ضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. (رواه احمد)

আরাফাত (জিলহজ্জ মাসের নবম দিন) এর রোজা পূর্ব ও পরবর্তী এ দুইটি বছরের গুনাহকে মার্জনা করে দেয় এবং আশুরার দিনের রোজা পূর্ববর্তী এক বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়। [আহমদ]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন-

وعن ابي هريرة قال قال رسول الله: افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم (رواه مسلم واحمد وغيرهم)



“রমজানের রোজার পরে সর্বাধিক ফজিলতময় রোজা হলো মুহররম মাসের রোজা।” [মুসলিম, আহমদ ও অন্যান্য]

এ হাদিসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় বিশেষ নেয়ামত প্রাপ্তির দিনগুলোকে স্মরণ করা সকল নবী-রাসুল আলায়হিস সালামের সুনাত। বাৎসরিক একটি সুনির্দিষ্ট দিনকে উদ্‌যাপনের জন্য নির্ধারণ ও ধার্য করাও সুনাত- এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

জন্ম দিবস ও ওফাত দিবসকে আল ক্বোরআনের বিশেষ সম্মান :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়জনদের শুভ জন্ম এবং তাঁদের বেচাল বা ওফাত দিবসকে ক্বোরআনুল করিমেও বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন এবং এ দিনগুলোকে বিশেষ সালাম প্রেরণ করা হয়েছে। হযরত ইয়াহয়া আলায়হিস সালাম ঐর শুভজন্ম ও বেচাল শরীফ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث . (مريم ٥١)

“এবং তাঁর প্রতি সালাম বা শান্তি যেদিন তিনি (হযরত ইয়াহয়া আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেছেন। যেদিন তিনি ওফাত পাবেন এবং যেদিন তিনি পুনর্জীবিত হবেন। [মারয়াম:১৫]

হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম ঐর ভাষায় আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম তাঁর মাতৃকোড়ে এ ঘোষণা দিলেন যে, **والسلام علي يوم ولد ويوم اموت ويوم ابعث حيا. (مريم ৩৩)**

“এবং আমার প্রতি সালাম ও শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি ওফাত পাবো এবং যেদিন আমি পুনর্জীবিত হবো।” [মারয়াম : ৩৩]

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হলো জন্ম ও ওফাতের দিনকে উপলক্ষ করে দরুদ, সালাম, দোয়া, মুনাজাত ও নেয়াজ-তাবারুকাতে ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত বরকত ও ফজিলত মন্ডিত কাজ। যদি এতে শরিয়ত বিবর্জিত কোন কাজ সংঘটিত না হয়।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয়জনদের স্মরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেন-

لقد كان في قصصهم عبرة (يوسف ১১)

(নিশ্চয় তাদের ঘটনাসমূহে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ) [ইউসুফ : ১১১]

وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين (الذاريات ৫৫)

(আপনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন, কেননা স্মরণের মধ্যে রয়েছে মুমিনগণের জন্য অনেক উপকার।) [যারিয়াত : ৫৫]

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك (هود ০২)

(আমি আপনার নিকট পূর্ববর্তী রাসুলগণের যা ঘটনা বর্ণনা করেছি তা আমি আপনার হৃদয়কে স্বেচ্ছা ও মজবুত করার জন্য।) [হুদ : ১২০]



নবীগণের (আঃ) ও আউলিয়ায়ে কেরামের রেখে যাওয়া নিদর্শনাদি থেকে বরকত হাছিল :

আল্লাহ তা'আলার প্রিয়জনদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি থেকে বরকত হাছিল করা ক্বোরআন দ্বারা প্রমাণিত ও হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সাব্যস্ত। যেমনিভাবে হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম ঐর জুব্বা মোবারকের মাধ্যমে তার পিতা হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালাম ঐর চোখের দৃষ্টি ফিরে আসা। [দেখুন সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯৩]

আহলে বাইতে রাসূল (সঃ) কে সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদেরকে চিরস্মরণীয় করে রাখা অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য :

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- (ال عمران ৩৩) ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران علي العالمين

(নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চয়ন করে নিয়েছেন হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে সারা বিশ্ববাসীর মধ্য থেকে।) [আলে ইমরান : ৩৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র হযরত আদম আলায়হিস সালাম এবং হযরত নূহ আলায়হিস সালামকে মনোনীত করে দেননি বরং হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম এবং তাঁর বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে। (হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম ঐর সম্মানার্থে কেননা তাঁর কোন বংশধর ছিল না।) তাই হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম এবং ইমরানের বংশধরকে সম্মান করা মানেই হলো হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম ও হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে সম্মান করা। আর প্রিয় নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐর বংশধরকে সম্মান করা মানে হলো তাঁর প্রতিই সম্মান করা যা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। বলাবাহুল্য যে, আল্লাহর প্রিয়জনদের স্মরণ ও ভালোবাসার উদ্দেশ্যই হলো তাঁদের জ্ঞান, আদর্শ, ইবাদত-রেওয়াজত ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- (ال انعام ৯০) اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدة

(তাঁরা পরম সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা সঠিক পথের উপর অধিষ্ঠিত রেখেছেন। সুতরাং তোমরাও তাঁদের সেই সঠিক পথের অনুসরণ কর।) [আনয়াম : ৯০]

হজ্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি আল্লাহর প্রিয়জনদের স্মরণ :

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নবী-রাসূল ও আউলিয়ায়ে কেরামের নিদর্শনাদীকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক আসমানী ব্যবস্থা। কখনও ফরজ এবং কখনও ওয়াজিব করে দিয়ে তাঁদের নিদর্শনকে শ্রদ্ধা জানানো আবশ্যিক করে দেয়া হয়েছে।

মক্কাতে ইবরাহিম :

যে স্থানে দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন, তাই হলো মক্কাতে ইবরাহিম। [বুখারী শরীফ]

সাফা ও মারওয়া :

যেই দুই পাহাড়ে হযরত হাজরা আলায়হাস সালাম তাঁর শিশু পুত্র হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালাম ঐর জন্য পানি সন্ধান করতে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। [বুখারী শরীফ]



জমজম কূপ :

শিশু হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালাম ঐর পদাঘাতে সৃষ্ট যেই কূপ ও পানির উদ্ভব হয়েছিল তাই হলো জমজম কূপ ও জমজমের পানি । [বুখারী শরীফ]

পাথর নিক্ষেপ :

যেই তিনটি স্থানে হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম এবং হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালাম নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার পর শয়তানের প্রলোভন করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য তাঁরা (আলায়হিস সালাম) শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন । [মুসনাদে আহমদ]

কুরবানী :

আল্লাহ তা'আলার প্রেমে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করার লক্ষ্যে হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালাম এবং হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম যে ত্যাগের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তারই নাম হলো কুরবানী । [দেখুন সূরা সাফফাত : আয়াত ১০১]

এভাবে এহরাম পরিধান করা, তাওয়াফ করা, আরাফা-মুযদালাফায় অবস্থান করা ইত্যাদি হলো মূলত আল্লাহর প্রিয়জনদের স্মরণ । উল্লেখ্য, হযরত হাজরা আলায়হাস সালাম নবী ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন আল্লাহর ওলী, হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম ঐর স্ত্রী এবং হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালামের মাতা ।

“হযরতে শাহ্ আহমদ উল্লাহ কাদেরী ।
কুতুবুল আক্‌তাব বে বেলাদে মাশরেকী ।।”



সকল প্রকার মটর
গাড়ীর যন্ত্রাংশ পাইকারী
ও খুচরা বিক্রেতা ।



Md. Jashim Uddin
Proprietor

আতাহার অটোস
Atohos Autos

10, North Brook Hall Road
Dhaka-1100.
Mob: 01817-500399
01733-523184



মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকতের প্রভাবে ছুফীয়ায়ে কেরাম-আউলিয়াগণ মহামর্যাদার আসনে সমাসীন

এম. এম. আবু সাঈদ

সভাপতি, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) পূর্ব রাউজান-নাতোয়ান বাগিচা শাখা
দায়রা কার্যকরী সংসদ, নাতোয়ান বাগিচা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

অতীতে প্রেমপন্থী বুজর্গানে দীনদের প্রতি “ফকীহ” বা বিধান ধর্ম চর্চাকারীদের প্রভাবিত শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা কৃত জোর জুলুমের ও নানা বাধা বিপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত প্রেমপন্থী আউলিয়া-বুজর্গানে দ্বীনের রুহানী শক্তি এই বেলায়তে মোতলাকাতে ক্রমে বাধাহীন বেলায়ত যুগে প্রকাশ পাচ্ছে।

অত্যাচারীত লোকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করছি :

হযরত শাহাবুদ্দীন মকতুল, তাঁকে নয় বৎসর জেলে রেখে বিচারে হত্যা করা হয়। মনছুর হাল্লাজ (রঃ), তাকে হত্যা করে দেহকে অগ্নিদগ্ধ করা হয় এবং দেহাবিশেষ সাগর জলে নিক্ষেপ করা হয়। বিছমিল্লাহ শাহের গাত্রচর্ম উৎপাটন করা হয়। জুনুন্ মিশরীকে উল্টা গাধায় বসিয়ে জিন্দিক বা ধর্ম অস্বীকারকারী বলে শোহরত করে মিশর শহর হতে বহিষ্কার করা হয়। ভারতবর্ষে দারাকোকোকে হত্যা করা হয়। ছরমস্ত মজ্জুব ফকিরকে নামাজের জন্য বাধ্য করা হয় এবং পরে শিরোচ্ছেদ করা হয়।

এরূপ আরো বহু বুজর্গানেদীনের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দেয়া হয়। এমন কি হযরত শমছতবরেজ (রঃ) কে মওলানা রুমী (রঃ) পুত্র সোলতানুল অলদ নিজ হাতে এবং নিজ গৃহে হত্যা করেন। এই সমস্ত কারণে সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাবান লোকেরা আত্মগোপন করতে এবং বহু ব্যক্তি বাস্তব ভূমি ছেড়ে বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে হিজরত করতে বাধ্য হয়। যার ফলে চিন্তানায়ক লোকের দৈন্যতা দেখা দেয়। অর্থাৎ মানব জাতিকে এশক ও জজ্বাত দ্বারা এরফান বা আল্লাহ পরিচিতি দানকারী লোকের অভাব দেখা দেয়। এই হিজরতকারী, শান্তিপ্রিয় অস্ত্র সংগ্রাম পরিহারী ছুফী সম্প্রদায়ের ধর্মনিষ্ঠা, ধৈর্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে হিজরতকৃত এলাকার জনগণের গুণ দৃষ্টি আহরণ এবং ইসলামী সভ্যতা ও ভাবধারা বিস্তার প্রচারে সহায়তা করতে সমর্থ হয়।

মওলানা রুমী (রঃ) মছনবীতে বলেন— “বহু খোদায়ী প্রতিভাবান পুরুষ এই পৃথিবীতে আসলেও খোদার ইচ্ছা তাঁদেরকে গোপন রেখেছে। এমনকি সংসার মায়া বিবর্জিত কমলধারী ফকিরেরাও তাঁদের নাম প্রকাশ করেন না। উপরোক্ত নির্যাতিত মনীষীবৃন্দের শান্তির কারণ এই যে, তাঁরা নিজ কশ্ফার্জিত এবং অন্তঃকরণে জাগরিত আসল সত্যের বিকশিত অনুভূতি অকপটে প্রকাশ করেন। তাঁদের এই এলহামী অনুভূতিপূর্ণ বুঝ ব্যবস্থার প্রতি তাঁরা আস্থাশীল এবং তাঁরা ঐ মতে আমল বা কাজও করেন।

অপর পক্ষ বিরুদ্ধবাদী ফকীহ-বিধান ধর্মের চর্চাকারীদের মন্তব্য হলো এই যে, উপরোক্ত ব্যক্তিবৃন্দের কথাবার্তা কাজকর্ম; কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র বিরোধী না হলেও তা তার নিজের জন্য ক্ষতিকর, শিরক, বেদায়াত বা নতুন আবিষ্কার জনিত পাপ; তাদের মতে- এই মতবাদ বা ব্যক্তি স্বাধীনতা কোরআন, হাদীস ও এজমা কেয়াছ মতে অসিদ্ধ। তাঁরা চিন্তা করতে পারেন না যে, তাঁদের প্রমাণ সংগ্রহ পদ্ধতিটি এক মৃত ব্যক্তি হতে অপর মৃত ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত বস্তু। ছুফীয়ায়ে কেরামগণ যাকে খোঁড়া পদ্ধতি বলেন।



যেহেতু ছুফীয়ায়ে কেরামগণ জিন্দাখোদা ও জিন্দানবী এবং অলীগন হতে অন্তর জ্যোতির দ্বারা সত্য সংগ্রহ করে থাকেন; এই পদ্ধতি নিশ্চয় নির্ভুল বলে তাঁদের বিশ্বাস। তাই তাঁরা কারো ভয়ে ভীত, প্রলোভনে মুগ্ধ ও বশীভূত হয় না। তাঁরা কারো সম্মানের প্রত্যাশীও নন। কোরআন-পাকে ছুরা মায়েদার ৫৪ আয়াতে বর্ণনা আছে : “হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ‘মোরতদ’ অর্থাৎ নিজ ধর্ম বিমুখ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসেন, যাঁরা খোদাকে ভালোবাসেন এবং খোদাও তাঁদেরকে ভালোবাসেন। তাঁরা বিশ্বাসীদের প্রতি নেহায়ত বিনয়ী। যারা অস্বীকারকারী তাঁদের প্রতি নিজ সম্মান রক্ষাকারী। তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় সবসময় মোজাহেদা (আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা) করেন। তাঁরা কারো ভয়-ভীতির পরোয়া করেন না। এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, যাকে ইচ্ছা আল্লাহ এটা তাকেই দান করেন।” যাকে বেলায়তে এহছান বলে। এ বেলায়তে এহছান অর্জনের জন্য তরীকত শজরার আঙ্গিকে পীরের আনুগত্য ও তরিকত চর্চা পূর্বক অলীয়ে কামেলের জ্ঞানজ্যোতিঃ অনুসরণ অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদীর আনুগত্যের মাধ্যমে খোদায়ী জ্ঞানে জ্ঞানবান হওয়া অপরিহার্য। যা এই বেলায়তে মোতলাকা বা বাধাহীন বেলায়তের ধারাতে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর জাতে পাকে বা ব্যক্তিত্বে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য অনুসরণীয় ও উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। তাই পীরে কামেলের জ্ঞানজ্যোতিঃ অনুসরণ পূর্বক আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য উক্ত তরীকত পছন্দ “সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর” আনুগত্য বা বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) ঐর আনুগত্য আবশ্যিক।

ছুফীয়ায়ে কেরামদের যুক্তি হলো এই যে, পবিত্র কোরআনে যখন স্বীকৃতি আছে যে, তুর পর্বতে বৃক্ষ লতাদি হতে হজরত মূসা (আঃ) যখন শোনেছিলেন “আমি খোদা এটা পবিত্র মাটি, তুমি পাদুকা খোল” তখন মনছুর হাল্লাজ বা বায়েজীদ বোস্তামী প্রমুখ বুজর্গানেদীনদের মুখে এই ধরনের কথা শোনলে দোষ কি? বারি ধারা রিমিঝিমি শব্দে যদি বলে, আমি বারি আমি বারিধি বা সাগর এবং সাগর স্ফীত তরঙ্গে ঝুপ ঝাঁপ শব্দ করে পানি ছিটকীয়ে যদি বলে আমি বারি, আমি বারিধি, এতে দোষ কি! অন্তরচক্ষু বা কর্ণহীন লোকজন বোঝতে বা শোনেতে না পারলেও এটা কি অসত্য! বরং হযরত সোলায়মান (আঃ) ঐর মত যাঁরা এই ভাষাহীনের ভাষা বোঝে তাঁরা নিশ্চয় এই মুক বধিরদের রিমি ঝিমি বা কল্লোলগীতি পূর্ণ ভাষা হতে এদের মনোভাব উপলব্ধি করতে পারেন। মওলানা বলেন- “যাদের ভাষা নেই, তাদের ভাষাই উন্নততর ও উজ্জ্বলতর।” “হাজা রাব্বী” “হাজা আকবর” (কোরআন) অর্থাৎ এটি আমার খোদা এটি বড়, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঐর জন্য যদি একরূপ বলা দোষ না হয়ে থাকে; তবে কেউ যদি পীরে কামেলকে খোদার জ্যোতিঃ আহরণকারী বলে এবং ভাবে- (এটাও বেলায়তে ঈমানভুক্ত)। “ইন্নি লা ওহিবুল আফেলিন” (কোরআন) অর্থাৎ অনিত্য বস্তুকে আমি ভালোবাসিনা; তবে তাদের দোষ কি। কয়লাতে আগুনের বিকাশ যেরূপ সত্য এটাও তদ্রূপ সত্য। গঞ্জেরাজে মছনবী নামক গ্রন্থে আল্লামা আবদুর রহমান (রঃ) ফতেহ আবাদী, ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষী হতে প্রকাশিত সংখ্যায় লেখেন; হাদীস : “আমি ‘মীম’ শূন্য আহমদ, মোহাম্মদের আকৃতিতে খোদাতায়ালাই উজ্জ্বলিত। বিকাশ যখন আসলো, মোহাম্মদ কোথায় রইলো?” কোরআন পাকের বাণী মতেও এ সত্য প্রমাণিত। যথা : “বদর যুদ্ধে পাথর নুড়ি তুমি নিষ্ক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহ নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন।” ছুরা আনফাল ১৭ আয়াত।

কোরআনে মজীদ সূরায় ফাতাহ ৮/৯/১০ আয়াত, তফছীরে হোসাইনী ৬৭৯ পৃঃ দ্রঃ। “আমি তোমাকে সাক্ষী এবং সুসংবাদ বাহক ও খোদার ভয় দানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। যার ফলে জনগণ, আল্লাহ এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তোমাকে সম্মান ও ইজ্জত করে। তোমার কথা-বার্তা ও কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সকাল-বিকাল তোমার প্রশংসায় রত। যারা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তাদের হাতের উপর ন্যস্ত হাতকে



তরীকার সপ্তপদ্ধতি ও জিকির বা খোদা স্মরণে রত হয়ে তাঁর বিশেষ ফয়েজ-রহমত অর্জন আবশ্যিক।

মাইজভাগুরী তরীকা বা বেলায়তের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : (১) মাইজভাগুরী ছুফী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এক সার্বজনীন ছুফী দর্শন। (২) বিশ্ব মানবতায় উক্ত ছুফী সভ্যতা, ধ্বংসের দিকে আগুয়ান মানবের জন্য দিশারী। (৩) গতানুগতিক ছুফী মতবাদে এটি এক যুগোপযোগী সংস্কার। (৪) অত্র বেলায়ত বা তরীকার অনুসারীদের মূলনীতি হলো, অনিত্যে অনাসক্তি এবং হুকুম বা আদেশের “এখতেলাফ” বা বিরোধ পরিহারে পীরে কামেল তথা অলীয়ে কামেলের জ্ঞান জ্যোতিঃ অনুসরণ; বিধানধর্মের উপর নৈতিক ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার। তাঁরা উপাসনা বা এবাদতের উপর “এতায়াত” বা আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তাই তাঁরা আচার ধর্মে নিষ্ঠাবান থেকে নৈতিক ধর্ম বা পীরের বা কামেলের অনুগত হয়ে কাজ করাকে অধিক গুরুত্বারোপ করেন।

শেখ আবু ছাঈদ আবুল খায়ের (রঃ) ঐর মুরীদানের মধ্যে কেউ হজ্ব করার বাসনা প্রকাশ করলে, তিনি তাদেরকে বলতেন, পীরে কামেল শেখ আবুল ফজল ছাহেবের মাজার শরীফের মাটির জেয়ারত কর এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে সাতবার তাওয়াফ কর; তোমার সমস্ত মকছুদ হাছেল হবে। (মতালেবে রশীদী ১৪৩ পৃষ্ঠা) এরূপ মহান খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট চার প্রকার লোকের সমাগম হয়। (১) “তায়েফ”-অর্থাৎ যারা মাত্র ঘুরে ফিরে দেখে যান। (২) “আকেফ”- অর্থাৎ যারা দেখে শুনে চিন্তা স্রোতকে থামান এবং ভাবেন, এই কামেলের সাথে সাধারণ মানুষের প্রভেদ কি? (৩) “রাকে”- অর্থাৎ যারা এই ফজিলতে রব্বানীর দিকে ঝুকে পড়েন। (৪) “ছাজেদ”- অর্থাৎ যারা মানবে বিকশিত খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি স্বীকৃতি দান করে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং ফেরেশতাদের মত তাঁকে নিজ থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আগ্রহ সহকারে উৎসাহিত হয়ে নিজকে অবনত করেন, যেরূপ জমি পানি পাওয়ার আশায় নিজ পার্শ্বস্থ জমি থেকে নিজকে নিম্ন প্রতিপন্ন করে পানি লাভ করে। তদ্রূপ খোদা পথচারীও নিজকে হয়ে অজ্ঞ ও নম্র প্রতিপন্ন করে এই খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের আকর, কা’বায়ে হাকিকীর পদতলে অবনত হয়ে পড়েন। কা’বা, “কা’য়াব” শব্দ হতে উৎপন্ন, যার অর্থ পায়ের নিম্ন গিরা। কোরআনী পরিভাষায় উক্ত অনুগত অবস্থাকে “ছাজেদ” বা অনুগত বলেছেন। পবিত্র কোরআন পাকের সূরা বাকারার ১২৫ আয়াতে বর্ণিত আছেঃ “যখন আমি ঘরকে অর্থাৎ কা’বাকে মানবের স্বাভাবিক সমবেত কেন্দ্র ও নিরাপত্তার জায়গায় পরিনত করি এবং (মানব) ইব্রাহীমের (আঃ) স্থানকে মোছল্লা বা জায়নামাজে পরিণত করি। তখন আমি ইব্রাহীম (আঃ) ও ইছমাইল (আঃ) হতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি, “তোমরা আমার ঘরকে (কাবাকে) তায়েফীন, আকেফীন, রাকেয়ীন ও ছাজেদীনের জন্য পবিত্র কর।” তাই কোরআন পাকের অনুবাদকারী মৌঃ আযুব আলী তাঁর রচিত কবিতায় লেখেছেন : হজ্ব ব্রত নিরাপদ নগরে যেমন/মাঘের দশে তব দ্বারে মহাসম্মিলন। ১০ই মাঘ পবিত্র ওরশ শরীফ বা গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর ওফাত স্মৃতি বার্ষিকী পৃথিবী বিখ্যাত ধর্মীয় সমাবেশ। হাদিস শরীফে আছে :- “তোমরা যেরূপ জীবন যাপন করবে, তদ্রূপ তোমাদের মৃত্যু হবে এবং যেরূপ মৃত্যু হবে সেরূপ তোমাদের হাশরও হবে।” যথা কোরআন পাকে বর্ণিত আছে :- “হে বারে খোদা! আমাকে অন্ধাবস্থায় হাশর করলে কেন? আমি দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলাম।” উপরোক্ত হাদীছ শরীফের মর্মমতে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর ওফাতের পরও ভক্ত জনগন তাঁর রুহানী ফয়জ বা উপহার হাছেল করছেন। শায়েরের উক্তি : কামেলের মাজার জান সর্ব দুঃখ হারী/প্রেমিকের অন্তরে ঢালে শান্তি সুধা বারি।

অতএব, আল্লাহর নূর থেকে আদি সৃষ্টি “নূরে মোহাম্মদী” অর্থাৎ নবুয়তের প্রাণ বেলায়তের মূলাধার “আহমদ” এর মূল হাকীকত সৃষ্টি জগতের কেবলা বা প্রাণশক্তি খাতেমুল আউলিয়ার কদমে অবনত বা অনুগত হয়ে খোদায়ী শান্তি সুধা বা ফয়জ-রহমত অর্জন মানব জাতির অপরিহার্য কর্তব্য। এই খোদায়ী করুণা প্রাপ্তির যথাযথ প্রক্রিয়াগত একমাত্র পদ্ধতি হলো তরিকত শজরা বা খেলাফতী ধারার আঙ্গিকে পীরে কামেলের তথা সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর সাথে রুহানী সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক তরিকতের অবলম্বনীয় পন্থা অনুশীলন। যেমন



বিদ্যুৎ প্রাপ্তির জন্য বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। এতে মুর্শিদের তথা সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) ঐর রুহানী তোয়াজ্জাহ্ প্রাপ্তির দ্বারা পীর কর্তৃক প্রদত্ত ছবকাদী বা তরিকতের অবলম্বনীয় পন্থা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দেহস্থ লতিফাদী তথা কল্ব বা অন্তঃকরণ আল্লাহর জিকিরে স্বয়ংক্রিয় ভাবে জারি হয়। ফলে নফসে আম্মারা বা কু-রিপু'র প্রভাব তিরোহিত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য বা দিদারে এলাহী নসীব হয়। আম ফয়েজ-রহমত বা সাধারণ করুণাপ্রাপ্তির বহু পন্থা বিদ্যমান দেখা যায়। তবে উল্লেখিত খাছ বা বিশেষ এ নেয়ামত হাছিলের নিমিত্তে ধর্ম-জাতি-তরিকত নির্বিশেষে সজরার আঙ্গিকে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর আনুগত্যে বা বায়াতে সম্পৃক্ত হয়ে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী শাহ্ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর আনুগত্যে তথা নূরে মোহাম্মদীর আনুগত্যের মাধ্যমে খোদার আনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ করা এবং মাইজভাগুরী তরিকার জিকির বা খোদা-স্মরণ পদ্ধতি ও উছুলে সাবআ বা কু-রিপু নিয়ন্ত্রণের সার্বজনীন “সপ্তপদ্ধতি” অনুশীলন করা মানবজাতির অপরিহার্য নৈতিক কর্তব্য। এর ফলে সমাজ অঙ্গনে অন্তঃকরণের উৎকর্ষতা জনিত পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতায়ুক্ত ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের বিস্তৃতি লাভ ঘটবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্য-শান্তি শৃঙ্খল-সমৃদ্ধি প্রগতির পথ অব্যাহত হবে। ধর্মীয় চরমপন্থাসহ সকল প্রকার দুর্নীতি পাপকার্য এবং সহিংসতার পথ কেবল চিররুদ্ধ হয়েই পড়বেনা; মানবজাতির খোদা-সান্নিধ্যের পথ সুগম হয়ে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর ইহজাগতিক ও পরজাগতিক মুক্তি ও সফলতার এক নয়াদিগন্ত উন্মোচিত হয়ে পড়বে।

বিশ্ববাসীর জন্য সুরক্ষিত সার্বজনীন ইসলামী সুফী সভ্যতার এ মহান বিশ্বজনীন উদার নৈতিক ধারাকে জারি বা অব্যাহত রাখার জন্য ইসলামী রুহানী ব্যবস্থাপনার (তরিকত) চিরাচরিত নিয়মে বিদ্যমান সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক (মঃজিঃআঃ) যে ভাবে একজন মহান কামেল অলিউল্লাহর গদীর স্থলাভিষিক্ত ধারাক্রমিক সাজ্জাদানশীনে সাব্যস্ত তদমতে তাঁর একমাত্র শাহজাদা হযরত আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) কে শজরার আঙ্গিকে নায়েব সাজ্জাদানশীনে সাব্যস্ত করে রেখেছেন। অতএব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শজরার আঙ্গিকে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর বায়াত বা আনুগত্যে সম্মিলিত হয়ে যুগ সংস্কারক অলিউল্লাহ নায়েবে খাতেমুনবী ইমামুল আউলিয়া বিশ্ব বেলায়তে মোতলাকার অধিপতি হযরত গাইছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর নীতি-আদর্শ (তরিকত) অনুশীলন সময়ের জরুরী করণীয়। পীরানেপীর দস্তগীর হযরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) ফতুহর রব্বানীর ৪০ পৃষ্ঠায় বলেছেন : “চার প্রকার লোক হেদায়ত পাবেনা, চির মূর্থ থাকবে। যেমন- যে সমস্ত লোকে (১) যা জানে তা করে না; (২) যা জানে না তা করে; (৩) কেউ জানতে চাইলে তাকে জানতে দেয়না; এবং (৪) যা জানে না তা জানতে চেষ্টা করে না; কাজেই মূর্থ থাকে।” এর সমর্থনে কোরআন পাকের সূরাত হাফ্ফার ২/৩ আয়াতে বর্ণিত আছে : “হে বিশ্ববাসীগণ! যা তোমরা করোনা, তা বলো কেন? যা করোনা তা বলা, খোদার নিকট নিশ্চয়ই মহাপাপ।” অতএব, প্রত্যেকের কামনা প্রার্থনা হওয়া আবশ্যিক যে, হে বারে খোদা! আমাকে এদের মধ্যে গণ্য করো না। আমার মধ্যে আমাকে জানতে শক্তি দাও। আমাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করো না। আমাকে খাঁটি রেখো এবং খাঁটি থাকার শক্তি দাও। আমিন। এয়া রাব্বাল আলামীন। (সূত্র : ‘বেলায়তে মোতলাকা’ এবং ‘জীবনী ও কেরামত’ গ্রন্থদ্বয়)।



দীদারে এলাহী লাভে

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকায় সাধনা

-আবদুল মতিন

মউতে আরবায়া বা চারি প্রকার মৃত্যু :

দুষ্টের দমন- শিষ্টের লালন হচ্ছে মানবের নৈতিক উন্নতির সোপান। সমাজে একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ সৃষ্টিতে এ শ্লোগান এর বাস্তবায়ন অপরিহার্য। পরিচ্ছন্ন মানুষই পরিচ্ছন্ন সমাজ সৃষ্টি করতে পারে। পবিত্র কোরআন করীমায় মহান আল্লাহপাক ঘোষণা করেন-“তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকিবে ইহারা সৎকার্যের দিকে জনগণকে আহবান করিবে এবং প্রকাশ্যে সৎকার্যে নির্দেশ দিবে। গর্হিত কার্য করিতে নিষেধ করিবে; ইহারা সফলকামী।”(সূরা আল এমরান আয়াত ১০৪)

পরিচ্ছন্ন মানুষ সৃষ্টিতে প্রয়োজন নফস বা প্রবৃত্তির দমন। মানবের নফস বা সত্ত্বার দুটো প্রবৃত্তি বা খাহেসাত বিদ্যমান। একটি হলো দুষ্ট বা কু-প্রবৃত্তি আর অপরটি হচ্ছে শিষ্ট বা সু প্রবৃত্তি। কু-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটলেই সু-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। মানব তার পশুত্ব স্বভাব এর অবলোপন ঘটিয়ে নৈতিক চরিত্রে চরিত্রবান হয়। আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে তার বিচরণ এবং স্রষ্টা প্রদত্ত শক্তি অলৌকিকতার প্রভাব, অসংখ্যাকৃত ত্রাণ কর্তৃত্বের মহিমায় স্রষ্টা সান্নিধ্যতা স্তরে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারীদের মনস্কামনা হচ্ছে নফসের কু-প্রবৃত্তিকে অবদমন করে সু-প্রবৃত্তির পরিস্ফুটন ঘটানো। মহান আল্লাহপাকের ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর গুণে গুণাশ্বিত হওয়া। তাঁর নৈকট্য হাসেল করন।

নফসে ইনছানীর কু-প্রবৃত্তি রোধ করে রুহে ইনছানীর সু প্রবৃত্তি আনয়নের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন মানুষ তৈরীর সাধনায় হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকায় উসুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির দুইটা দিক এর মধ্যে দ্বিতীয় হলো মউতে আরবায়া বা চতুর্বিধ মৃত্যু। এ মৃত্যু চিরচিরায়িত জাগতিক মৃত্যু নহে। এ মৃত্যু হচ্ছে নফস বা সত্ত্বায় অর্ন্তনিহিত কু প্রবৃত্তি সমূহ তথা কাম, ক্রোধ, মোহ লালসা হিংসা নিন্দা পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদির ধ্বংস আনয়ন। এ সমস্ত কু-প্রবৃত্তিগুলো ধ্বংস হলে মানব অন্তরে লুকায়িত সু-প্রবৃত্তি সমূহ তথা দয়া দাক্ষিণ্য কোমলতা খোদা প্রেম প্রীতি ভালবাসা ইত্যাদি সু প্রবৃত্তি সমূহের উন্মেষ ঘটে। মানবের মানবীয় গুণাবলী সমূহ উন্মীলিত হয়। মানব হৃদয়ের কু প্রবৃত্তির দরজা বন্ধ হলে সু প্রবৃত্তির দ্বার খুলে যায়। তখন তার আচার আচরণে ফেরেশতার গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। সমাজে তাকে “ফেরেশতা” রূপে সম্বোধন করে। মানব অন্তরে ঐশী প্রেম জাগ্রত হয়। দীদারে এলাহী লাভের সাধনার অগ্রযাত্রায় সফলতা সাধিত হয়।

মউতে আরবায়া বা চারপ্রকার এর মৃত্যু অর্থাৎ বিনাশ সাধিত হলো নফসের কু-প্রবৃত্তির মৃত্যু। যাহা ঘটলে সু-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে সক্ষমতা অর্জন করে।

শায়ের লিখেছেন :

চলো যাই অমরপুরে যেখানে মানুষ মরে না

যেখানেতে বাস করিলে আজরাইলের ভয় থাকে না।।



নফসের সনে যুদ্ধ করি- জয় করি লও তাড়াতাড়ি

রাখো তারে বন্দী করি- মানুষ হবার যার বাসনা ।।”

মওলানা রুমী মছনবীতে বলেন : “দুনিয়াবীভাবে মৃত ও খোদায়ীভাবে জীবিত ব্যক্তি খোদার প্রতিচ্ছবি ।” অতএব চিরচিরায়িত জাগতিক ভাবে মৃত্যুর আগে অর্থাৎ নফসের কু-প্রবৃত্তির মৃত্যু ঘটাতে হবে । তবেই “কলব” বা আত্মা জাগ্রত হয়ে আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে । খোদায়ী গুনগরিমা প্রস্ফুটিত হবে । কলব হবে আরশে আল্লাহ । চিরস্থায়ী সুখময় জীবন লভিত হবে যাকে অমরত্ব বলা হয় । সুতরাং মৃত্যুর আগে মৃত্যু বরন করাই অমরত্ব লাভের সোপান ।

মাইজভাগুরী তরিকায় অনুসৃত এই চার প্রকারের মৃত্যু হলো -

- (১) “মউতে আব্ব্যাজ বা সাদা মৃত্যু”
- (২) “মউতে আহওয়াদ বা কালো মৃত্যু”
- (৩) “মউতে আহমর বা লাল মৃত্যু”
- (৪) “মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু ।”

মউতে আব্ব্যাজ বা সাদা মৃত্যু : পবিত্র কোরান করীমায় বর্ণিত আদেশ উপদেশ, রসুলে করিম (সঃ) প্রদর্শিত সুন্নাহ এবং অলীয়ে কামেলদের পরিশীলিত এবং অনুসৃত পথের আলোকে যাপিত জীবন ধারণের মাধ্যমে নফসের কু-প্রবৃত্তি আয়ত্ত্ব করে সু-প্রবৃত্তির দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব ।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কর্তৃক কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রবর্তিত মাইজভাগুরী তরিকায় নফসের সু-প্রবৃত্তি আনয়নের সাধনায় চার প্রকারের মৃত্যুর মধ্যে প্রথম হলো মউতে আব্ব্যাজ বা সাদা মৃত্যু । ইহা উপবাস ও সংযমে আয়ত্ত্ব হয় । যা সাধিত হলে আত্মা পরিশুদ্ধতা লাভ করে এবং অন্তরে খোদায়ী নুরের প্রজ্জ্বলন ঘটে । মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয় ।

উপবাসী বা ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আধার । রসুলে করিম (সঃ) বলেন : “যে ব্যক্তি উদরকে ক্ষুধার্ত রাখে তাহার চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং হৃদয় প্রখর তেজ বিশিষ্ট হয় ।”

হজরত মওলানা রুমী (রঃ) এর গৃহে যেদিন খাদ্য না থাকতো সেদিন তার চেহারা খুশিতে ঝলমল করত । লোকে যদি জানতে চাহিত, হুজুর আজ এত খুশীর কারন কি? তিনি বলতেন : “ আজ আমার গৃহ হতে দরবেশীর খুশবো আসিতেছে ।”

মহাত্মা গান্ধী কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে উপবাস করতেন এবং বলতেন “উপবাসে আমি আলো পাই ।”

সংযম মানে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ । আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা নফস এর কু-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা । কু-প্রবৃত্তি দমন হলেই সু-প্রবৃত্তির উদয় হবে । আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিই আধ্যাত্মিক সাধনায় এবং সামাজিকভাবে সফল ।



রমজান মাসে রোজা, নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। কারণ রোজা মানেই সংযম তথা পানাহারসহ যাবতীয় অনৈতিক কর্মকান্ড হতে দূরে রাখে যা আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির জন্য খোদার বিশেষ অনুগ্রহ।।

পবিত্র কোরআনে করীমে আছে : “ইন্না মা ইউওয়াফ ফাস-সাবেরুনা আজরা হুম বে গাইরে হিসাব” অর্থাৎ “সংযমশীলদের বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করা হবে।” তিনি আরো বলেন : “ওয়াললাহু ইউহেরুস সা’বেরীন” অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা সংযমশীলদের ভালবাসেন।

রসুলে করিম (সঃ) বলেন : “সংযমী এবং চরিত্রবান লোক যে দেশের এবং যে বংশেরই হোকনা কেন সে আমার স্বজন”।

হাদীসে কুদসীতে আছে : “আমার নৈকট্য সন্ধানীদের মধ্যে সংযমী লোকের সমান নৈকট্য অর্জন আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি।” হযরত আবুশ শায়খ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

সংযমী মানুষই জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করে। জিহ্বাকে যে সংযত রেখেছে সে সৃষ্টির ভালবাসা লাভ করেছে। সৃষ্টির ভালবাসার মাধ্যমে সে খোদা ও রসুলের ভালবাসা অর্জন করেছে। সংযমিত চিত্ত ঐশী প্রেমের ভাণ্ডার। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযমের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করে নিজ আয়ত্বে আনা সম্ভব। সংযমী চিত্তের অধিকারী ব্যক্তি একজন প্রকৃত মুসলমানের দাবীদার।

মেশকাত শরীফের হাদীছে আছে : “প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তিই যিনি অন্য মুসলমানগণকে নিজের হাত ও জবানী কষ্ট হইতে নিরাপদ রাখে।”

মউতে আব্ব্যাজ বা সাদা মৃত্যু সাধিত হওয়ার অন্যতম উপায় হলো উপবাস থাকা এবং সংযমশীল হওয়া। যার ফলে আত্মা বিশুদ্ধ হয়ে এতে নুরের আলো ফুটে উঠার ফলে রসুল (সঃ) ঐর ভালবাসা অর্জনের মাধ্যমে কোরবতে এলাহী লাভে সক্ষমতা অর্জিত হয়।

২) “মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু”ঃ- মাইজভাণ্ডারী তরিকায় অনুশীলিত চারি প্রকারের মৃত্যুর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের মৃত্যু হলো “মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু”। ইহা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাছিল হয়। কারণ নিজ কৃত কর্মে অন্যের সমালোচনা এবং নিন্দার পর মানব মন যখন নিজের মধ্যে উল্লেখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজে পায় তখন নিজেকে উক্ত দোষ হতে সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টািত হয় এবং কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায়। আর যদি সমালোচিত বা নিন্দিত হওয়ার জন্য কোন দোষ পরিলক্ষিত না হয় তখন নিজেকে দোষ মুক্ত বলে স্থির নিশ্চিত হয়। তখন আল্লাহতায়ালা নিকট গুণকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখা দেয়। সমালোচনাকারীকে তখন শত্রুভাবাপন্ন মনে না করে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে।

কবি লিখেছেন :

“নিন্দুকেরে বাসি আমি- সবার চেয়ে ভালো

যুগ জনমের বন্ধু আমার- আঁধার ঘরের আলো।।

সবাই মোরে ছাড়তে পারে- বন্ধু যারা আছে



নিদ্রুক সে ছায়ার মত- থাকবে পাছে পাছে ।।

বিনা মূল্যে ময়লা ধুয়ে- করে পরিস্কার

বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল- কেবা আছে আর ।।”

তবে এই ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে হলে সমালোচনা সহ্য করতে হবে। সমালোচনাকারীর সহিত রাগ না করে নিজের মধ্যে সমালোচনাকৃত দোষ সমূহ আছে কিনা তাহা খতিয়ে দেখতে হবে। থাকলে তাহা পরিহার করতে হবে এবং না থাকলে তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হবে। পরমত সহিষ্ণুতা “মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু” হাছেলে একটি অনন্য কার্যকরী উপাদান।

খাদেমুল ফোকরা হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) এঁর বানী :

“পর দোষ পরিহারে- নিজ দোষ ধ্যানে”।

তাই সমালোচনাকরীকে শত্রু না ভেবে বন্ধু রূপে নিতে পারাটাই উত্তম। কারণ সমালোচনাকারীর সমালোচনার মাধ্যমেই নিজেকে সংশোধন করা যায়, আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়। এই পদ্ধতিতে সাধক ধৈর্য্য ধারণ, খোদাভীতি এবং আদর্শ গুনাবলী প্রাপ্ত হয়।

(চলমান)।



“শরিয়ত তরিকত হাকীকত মারফত, রসুল হইতে জারী আল্লাহর সৃজন।
চারি মধ্যে ভিন্ন নহে-চারি মিলে এক হয়, বৃক্ষ ডালে ফুল- যেন মূলের তুলন।।”

জাবেদ অটো ট্রেডার্স JABED AUTO TRADERS

সকল প্রকার মটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

মুহাম্মদ জাকির হোসেন
প্রোপ্রাইটর

১০, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৫-৩১৬৩৪৮, ০১৭১৬-১৮৩৭৩৯, ৭১১২৩৯৬, ৭১১৯৭৯৬



সংগঠন সংবাদ

যুগে যুগে মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথে অনুপ্রাণিত করেছে
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর ১১১ তম বার্ষিক ওরশ সম্পন্ন

দেশি বিদেশি লাখো লাখো আশেক ভক্তের আমিন আমিন ধ্বনিতে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে আখেরী মুনাজাতের মাধ্যমে শেষ হলো উপমহাদেশের প্রখ্যাত অলি ও আধ্যাত্মিক সাধক মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ, বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক আওলাদে রাসুল, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর ১১১ তম বার্ষিক ওরশ শরীফ। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মহান ওরশ শরীফে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এবং দেশের সার্বিক সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর শজরার ধারাবাহিকতায় মনোনীত বর্তমান সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসুল, আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)।

ওরশে আগত আশেক-ভক্তের উদ্দেশ্যে আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) বলেন- “গাউছুল আজম হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আল্লাহর নৈকট্য লাভের সহজ পন্থা মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার প্রবর্তন করেন। কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক ইসলামের মৌলিক ভাবাদর্শের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা ধর্মীয় এবাদাত পালনের সাথে সাথে নৈতিক পরিশুদ্ধির উপর প্রাধান্য দেয়। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নাস্তিক্যতাবাদের বিরুদ্ধে এই ত্বরীকা এক কার্যকর শান্তিপূর্ণ মাধ্যম। বিশ্ব মানবতার জন্য হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর এই দুর্লভ অবদান আবহমান কাল পর্যন্ত স্থায়ী ও অবিকৃত থাকবে।”

তিনি তাঁর বক্তব্যে আরো উল্লেখ করেন- “চরমপন্থা ও অসহিষ্ণুতার বিষবাল্পে আক্রান্ত অন্তঃকরণকে খোদায়ী প্রেম সলীলায় অবগাহন করিয়ে মানবতার শীর্ষ শিখরে পৌঁছানোর জন্য গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ঐর প্রতিষ্ঠিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার ঐশী প্রেম নির্ভর শিক্ষা ও ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক চর্চা কার্যকর ভূমিকা রাখছে।”

ওরশ শরীফে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব সৈয়দুল হক খান, আলহাজ্ব ক্যাপ্টেন সৈয়দ সোহেল হাসনাত, আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, অঙ্গসংগঠন, জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, শাখা দায়রা, খেদমত কমিটির কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

প্রতি বছর ১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের অধ্যাত্ম শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর ওরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১১১ তম ওরশ শরীফ। আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ঐর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এই ওরশ শরীফ সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আওলাদে রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোত্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ



আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতি বছর এই ওরশ শরীফে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ওমানসহ বিভিন্ন দেশ থেকেও পীর মাশায়েখ, আলেম-ওলামা, মুরিদান, ভক্ত, জায়েরীন, পর্যটক ও গবেষকরা (৮-১০ মাঘ) তিনদিন ব্যাপী এ ওরশ শরীফে অংশগ্রহণ করেন। ওরশ শরীফ চলাকালে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ ও আশপাশের এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। জিকির, মিলাদ ও ছেমা মাহফিলের ধ্বনিতে পুরো এলাকা মুখরিত ছিল। আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির, মিলাদ ও ছেমা মাহফিলের ধ্বনিতে পুরো এলাকা মুখরিত হতে থাকে। নারায়ে তাকবীর-আল্লাহ্ আকবর, নারায়ে রেসালত-এয়া রাসুল্লাহ (স.), নারায়ে গাউছিয়া-এয়া গাউছুল আজম দস্তগীর, নারায়ে গাউছিয়া-এয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী, রাসুলে পাকের তাজধারী-গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী সহ বিভিন্ন শ্লোগানে পথঘাট মুখরিত করে হাদিয়া তোহফা নিয়ে লাখো ভক্ত মুরিদ এ ওরশ শরীফে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের আশপাশের এলাকাগুলোতে জমজমাট গ্রাম্য মেলাও গড়ে উঠে।

তিনদিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে প্রতিদিন খতমে কোরআন, খতমে গাউছিয়া, নাতে রাসুল ও শানে গাউছিয়া পরিবেশন, বিজ্ঞ আলেম ও দারুত তায়ালীম প্রতিনিধির মাধ্যমে কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা এবং ছেমা মাহফিল করা হয়। এছাড়া জায়েরীনদের প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতি ওয়াক্তে জামাত সহকারে নামাজ আদায় এবং ইবাদাত বন্দেগী করার সুব্যবস্থা করা হয়। ৯ মাঘ দুপুর ১২ টায় হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরীফে গোসল ও গিলাপ চড়ানো হয়। ১০ মাঘ দিবাগত রাত ১২ টা ০১ মিনিটে এ মহান ওরশ শরীফে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এবং দেশের সার্বিক সুখ সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)।

ওরশে আগত লাখো লাখো আশেক, ভক্ত, জায়েরীন, মুরিদানগণের সার্বিক নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ফটিকছড়ি উপজেলা প্রশাসন, র‍্যাব, পুলিশ, আনসার, ফায়ার সার্ভিস এবং মাইজভাণ্ডার ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটির বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও মাইজভাণ্ডারী স্পেশাল ফোর্স (এমএসএফ) দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া আইটি বিভাগের উদ্যোগে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও ভিডিও চিত্রধারণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হয়। এছাড়া ওরশ শরীফ উপলক্ষে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় গাড়ি পার্কিংসহ মেহমানদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে থাকা, সময়মতো জামাত সহকারে নামাজ আদায় করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, আলোকসজ্জা, এবং প্রয়োজনীয় ওষুধসহ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ বিভিন্ন দেশের লাখো আশেক, ভক্ত, মুরিদান ও জায়েরীনদের সুবিধার্থে সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)র উদ্যোগে মোবাইল কোম্পানী রবির পক্ষ অতিরিক্ত নেটওয়ার্ক সার্ভিস এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক চট্টগ্রাম-নাজিরহাট-চট্টগ্রাম লাইনে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়।

ওরশ শরীফকে ঘিরে বিগত দুইমাস যাবত আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলো সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করে। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত ইংরেজী অনুবাদের মোড়ক উন্মোচন, গরীব দুস্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প,



রক্তদান কর্মসূচী, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, স্কুল ভিত্তিক মেধা বিকাশ কার্যক্রম, বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার, ফেস্টুন, তোরণ দিয়ে সাজানো এবং ফটিকছড়ির (সদ্যবিদায়ী) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক সমন্বয় সভা করা হয়।

মাইজভাণ্ডার ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটির সহ-সভাপতি আওলাদে রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোস্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ওরশ শরীফ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং আগত আশেক-ভক্ত, স্থানীয় জনগণ, স্বেচ্ছাসেবক, প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

**মাইজভাণ্ডার শরীফে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠানে সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী বলেন-
স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী মানুষের অন্তর মানব ও মানবতার জন্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ**

“আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) সংগঠনের অনুসারীরা আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি নিজেদেরকে মানব ও মানবতার সেবায় নিয়োজিত রাখছেন। এসব কাজে অংশগ্রহণের কারণে অন্যদের স্বীকৃতি, সম্মান তারা পাচ্ছেন। যা কিশোর-তরুণদের মানসিক পরিপক্বতা ও সুস্থতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলশ্রুতিতে তারা জঙ্গিবাদের দিকে ঝোঁকার অন্যতম কারন quest of significance এর আশঙ্কামুক্ত।” মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কার্যক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এ কথা বলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরো উল্লেখ করেন, “স্বেচ্ছায় রক্তদানের মত মানব কল্যাণমূলক কর্মসূচীগুলোতে অংশগ্রহণের কারণে মানুষের অন্তর মানব ও মানবতার জন্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ। এমন হৃদয়ের মানুষের পক্ষে নির্বিচারে মানুষ হত্যা বা কারো ক্ষতি করা প্রকৃতিগতভাবেই অসম্ভব। মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার অনুসারীরা নিজের জন্য যেমন সৃজনশীল তেমনি ধর্ম, পরিবার, দেশ, জাতি ও বিশ্বমানবতার জন্যও কল্যাণময় ও সৃজনশীল।”

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর ১১১তম ওরশ শরীফ উপলক্ষে সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) কর্তৃক মানবকল্যাণে গৃহিত কর্মসূচীর আওতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী ও বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় (গত ১৪ জানুয়ারি শনিবার) সকাল ১০ টায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ফটিকছড়ি উপজেলা কার্যকরী সংসদের আয়োজনে ও মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা করেন ফাতেমা বেগম রেড ক্রিসেন্ট রক্তদান কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন শাখার সদস্য ছাড়াও মাইজভাণ্ডার পাঁচ পাড়ার এলাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ মহতী কার্যক্রমে ১০৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন এবং প্রায় দুই শতাধিক মানুষের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করার পাশাপাশি উপস্থিত সকলের মাঝে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন এনায়েতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, খরায় শুকিয়ে যাওয়া কোন গাছ এক পশলা বৃষ্টিতে যেমন নতুন জীবন ফিরে পায় তেমনি রোগাক্রান্ত কোন রোগী এক ব্যাগ রক্তের মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করতে পারে। প্রতিবছর হাজারো রোগী রক্তের অভাবে অকালে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। এই বিপুল জনগোষ্ঠীতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের কোন বিকল্প নেই। মানবসেবায় মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারীরা এই সেবার ধর্ম প্রজ্জ্বলিত রেখে সমাজের কোণায় কোণায় মানব ছটার দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করছে।”



অনুষ্ঠানে ফাতেমা বেগম রোড ক্রিসেন্ট রক্তদান কেন্দ্র মেডিকেল ইনচার্জ ডাঃ মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন তাহের, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালীম প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক মেজবাউল আলম শৈবাল, চট্টগ্রাম জেলার জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক শেখ শাকিল মাহমুদ, মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনর্স গ্রুপ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সোহেল, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া উপজেলার কর্মকর্তা, সদস্যবৃন্দ সহ বিপুলসংখ্যক আশেক ভক্ত মুরিদ এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রোজ বুধবার বাদ এশা দক্ষিণ খুলশীস্থ মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আহসানুল হক বাদলের পরিচালনায় সভাপতি মুহাম্মদ আজম খান এর সভাপতিত্বে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মুহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইউসুফ মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক আই এইচ মুহাম্মদ মিয়া, দপ্তর সম্পাদক অধ্যাপক কবির আহমদ। সভায় কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচী সমূহ বাস্তবায়ন এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়। পরিশেষে দারুত তায়ালীমের সম্পাদক অধ্যাপক মওলানা আলী আসগরের পরিচালনায় মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

“এমদাদ মওলাধন তুমি আমার মানিক রতন।

এই জগতে নাহি দেখি তোমার মত আপনজন।।”

মেসার্স শাহ্ এমদাদীয়া মাইজভাণ্ডারী ট্রেডার্স

যাবতীয় কাঠ ফার্ণিচার পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

বনরূপা, জে. বি. স-মিল, রাঙ্গামাটি।

মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দীন চৌধুরী

প্রোপ্রাইটর

মোবাইল : ০১৮১১-২৭০১৩২, ০১৯১৭-৮৯০২০৭

সাধারণ সম্পাদক

রাঙ্গামাটি সদর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)



গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি-২০১৬ এর টেলেন্টপুল, এ-গ্রেড ও সাধারণ গ্রেডে
বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণি ভিত্তিক ছবি ও রোল নম্বর



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৬২১



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৬৫২



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৬৩২



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫০৮৮



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫০৮৯



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫০৬৯



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৩২৬



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৩২৩



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৩৩০



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬৫৮



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৭৫১



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬৯৮



টেলেন্টপুল
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩৪২



টেলেন্টপুল
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩৯২



টেলেন্টপুল
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩৬৬



টেলেন্টপুল
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০৫৭



টেলেন্টপুল
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০১৪



টেলেন্টপুল
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০০৯



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৭৭২



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৬০১



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৬১২



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫২০৫



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫০১৮



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫২১৮



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৩২১



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৩১৯



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৪৫১



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৮১১



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬৬৪



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬৫৬



গাউচুল আজম মাইজভাগারী মেধাবৃত্তি-২০১৬ এর টেলেন্টপুল, এ হেড ও সাধারণ হেডে
বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণি ভিত্তিক ছবি ও রোল নম্বর



এ-হেড
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩১৩



এ-হেড
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩৬৯



এ-হেড
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩৬৩



এ-হেড
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০৫৬



এ-হেড
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০১১



এ-হেড
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০৩৩



জেনারেল হেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৬২৬



জেনারেল হেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৭৫১



জেনারেল হেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৬০৫



জেনারেল হেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৬১৮



জেনারেল হেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫০০১



জেনারেল হেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫১৭৬



জেনারেল হেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫০০৮



জেনারেল হেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৫০৩০



জেনারেল হেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৩০৭



জেনারেল হেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৩১৮



জেনারেল হেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৪৬৩



জেনারেল হেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৫৩০৫



জেনারেল হেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬১১



জেনারেল হেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬৮৫



জেনারেল হেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬৩০



জেনারেল হেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬৬৬



জেনারেল হেড
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩৬৭



জেনারেল হেড
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩৭১



জেনারেল হেড
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩৭০



জেনারেল হেড
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ৪৩১৭



জেনারেল হেড
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০০৭



জেনারেল হেড
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০৪০



জেনারেল হেড
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০৮৭



জেনারেল হেড
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ৪০১৩



শোক সংবাদ

শোক সংবাদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের-সর্ব জনাব-মুহাম্মদ মুছা, হাইদগাঁও দায়রা শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ বদিউল আলম, ইশ্বর খান ইন শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম; আফরোজা খাতুন, ঢালীপাড়া শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ নাদের মিয়া, রহমতপুর শাখা, জোবাইদা খাতুন, বাদুরতলী শাখা বরিশাল; খাদেম নজরুলের মাতা, ধর্মপুর শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; রওশন আলী, আউটফল দায়রা শাখা, ঢাকা, নুরুল ইসলাম বাবুল, ঢালকাটা শাখা ফটিকছড়ি, মোছাম্মৎ তামান্না, মুলাদী শাখা, বরিশাল, আফছার আহমদ কোতোয়ালপুর শাখা, সিলেট; সহিদুল ইসলাম রাড়ী, নরসিংহপুর শাখা, শরীয়তপুর। আছগর আলী হাওলাদার, চামটা দায়রা শাখা নেয়ামতি, বরিশাল। মোছাম্মত হোসেন আরা বেগম, দক্ষিণ বীজবাগ শাখা, সেনবাগ, নোয়াখালী। মুহাম্মদ রুস্তম আলী হাওলাদার, রূপাতলী দায়রা শাখা, বরিশাল। আবদুর রব, দুধমুখা শাখা, দাগনভূঁইয়া, ফেনী। মোছাম্মৎ রহিমা বেগম, মসজিদিয়া শাখা, মিরসরাই, চট্টগ্রাম। সাইফুল ইসলাম (নিশান), খিতাপচর দায়রা শাখা, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ মুসা, পূর্ব শাকপুরা শাখা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। মোছাম্মৎ হাছান বানু (লায়লার মা) তুলাতলী দায়রা শাখা, কুমিল্লা। মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, চাকফিরানী দায়রা শাখা, লোহাগাড়া। মোছাম্মৎ মনজুরা খাতুন, নোয়াজিষপুর দায়রা শাখা, রাউজান, চট্টগ্রাম; জনাব মুহাম্মদ সৈয়দ চোকদার, নরসিংহপুর শাখা/ মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মালত, দঃ তারাবুনিয়া দায়রা শাখা, শরীয়তপুর। মোছাম্মৎ আশিয়া খাতুন, রূপাতলী দায়রা শাখা, বরিশাল। মুহাম্মদ আমির হোসেন, ফতেহপুর শাখা, সরাইল, বি.বাড়ীয়া। মুহাম্মদ নুরুল আফছার সিকদার, শাহারবিল শাখা, চকরিয়া। জনাব সেলিম আহমদ খাঁন এর মাতা, টিলাগড় শাপলাবাগ শাখা, সিলেট। আলহাজ্ব কাজী জহুর আহমদ মেম্বার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ। মুহাম্মদ আমির হোসেন ফকির, সাবেক সভাপতি, উদালিয়া শাখা দায়রা সংসদ, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ আবুল কালাম, সভাপতি, বোর্ড স্কুল ইমামনগর শাখা দায়রা সংসদ। মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সদস্য, উদালিয়া শাখা দায়রা সংসদ। মুহাম্মদ শরীফ চোকদার, মোখলেছ প্রধানিয়া, মতি রাড়ী। আলী আহমেদ দেওয়ান, দঃ তারাবুনিয়া শাখা, শরীয়তপুর। হাজী বাদশা মিয়া সভাপতি, চরমুক্তারপুর শাখা, মুন্সীগঞ্জ। সালাহ উদ্দীন চৌধুরী নরসিংহপুর শাখা, শরীয়তপুর। আবুল কালাম সওদাগর এর আন্মা, মরহুমা বিবি ফাতেমা, বাবুনগর-ইমামনগর শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন খান সাহেব, দুধমুখা শাখা, দাগনভূঁইয়া, ফেনী। মুহাম্মদ সেকান্দর মিঞা চৌধুরী'র, (উপদেষ্টা, ধলই শাখা) পিতা হাজী দেলা মিঞা চৌধুরী। আবদুল কাদের, সদস্য আউটফল শাখা, ঢাকা। মুছাম্মৎ রৌশন আরা বেগম : সরাইপাড়া শাখা, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ আবুল বশর : সাবেক সভাপতি, মুহাম্মদপুর শাখা, রাউজান। মুছাম্মৎ ফুলজান বিবি (মওলানা আলী আকবর মুন্সির মাতা) মুলাদী শাখা দায়রা, বরিশাল। আবু মিয়া : মহেশপুর দায়রা শাখা, কুমিল্লা। ইজ্জত আলী, সহ-সভাপতি, রাজৈ শাখা, ময়মনসিংহ; হারেছ মিয়া, সোহলা, দায়রা শাখা, সুনামগঞ্জ; আরো আশেকানে গাউছে মাইজভাণ্ডারীগণের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে—

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।